July
2025

Newspaper Clips

Based on

Times of India | The Hindu | Economic Times | Financial Express | The Telegraph | Deccan | The Statesman | The Tribune | The Asian Age | Aajkaal | Anandabazar Patrika | Ekdin | Sanmarg | Eisamay | Business Line | Sangbad Pratidin

Chittaranjan National Cancer Institute

Central Library

The Statesman

Date: 02.07.2025

Loss of the Y-chromosome: A hidden catastrophe in male oncology- The Statesman, 2nd July 2025

Loss of the Y-chromosome: A hidden catastrophe in male oncology

BIDISHA GHOSH

The role of chromosomal alterations in the onset and spread of cancer has drawn a lot of attention in the field of oncology in recent years. The loss of the Y chromosome (LOY) in male cancer cells is not merely alarming, but something very important to ponder upon.

New research indicates that the absence of this sex-determining chromosome is linked to increased tumour aggressiveness, higher relapse rates, and greater mortality.

Prominent geneticists and oncologists are horrified by this hitherto unnoticed occurrence, which brings the Y chromosome's potential importance to the forefront of male cancer physiology. The Y chromosome, found only in males, is often dismissed or devalued for having lower genetic variability compared to the X chromosome. However, its loss in somatic cells has proven to be an insistent occurrence in different cancers, like leukaemia, prostate carcinoma, and pancreatic cancer.

A study published in a reputed journal showcased how researchers from Cedars-Sinai Medical Centre have found that in certain cancers, LOY correlates with increased immune evasion by the tumour, resulting in poorer outcomes. Dr Prasenjit Chatterjee, a renowned oncologist at the Apollo Gleneagles Hospitals, Kolkata stated, "The Y chromosome is present in the male cell, as well as in the tumour cells. The LOY has a bearing, which leads to a biologically more aggressive variety of cancer, and it is less receptive to conventional treatment. Though immunotherapy has proven to be quite cost-effective and functional for the majority of malignancies in the past five years, it is not applicable to all forms of cancer. A biomarker is the need of the hour."

The physiology of this increased malignancy is a mechanistic puzzle. The loss of the Y chromosome results in the loss of important genes controlling the immune response, inflammation and DNA repair processes. One such gene is KDM5D, which, in normal cells, represses tumour invasion from its origin sites. TP53, often known as the 'guardian of the genome', is a tumour suppressor gene which plays a crucial role in preventing healthy cells from apoptosis (death of cells by damaged cells). "These tumour suppressor cells are hence repressed by the absence of the Y chromosome," added Dr Prasenjit Chatterjee. With this gene missing in cells lacking a Y chromosome, cancer cells may be more susceptible to unrestricted growth and metastasis.

In clinical settings, this discovery carries significant weight. When it comes to prostate cancer— a condition closely linked to male physiology— loss of Y chromosome (LOY) is tied to a notably grim outlook.

Blood cancers like Chronic Myelomonocytic Leukemia (CMML) and Acute Myeloid Leukemia (AML) also display increased occurrence of LOY, particularly in men aged above 70.

LOY is a significant factor but is not solely at play. Other mutations, epigenetic changes, and environmental factors contribute to the aggressiveness of cancer. As one age, the increasing occurrence of LOY (loss of Y chromosome) raises some serious health issues. "Nowadays, cancer is considered more of a genetic mutational disease; such mutations occur mostly from the environment around us. Smoking, consumption of alcohol, narcotic addiction, as well as other factors such as sedentary lifestyles, including skipping meals, missing out on a balanced diet, inadequate sleep, and not abiding by the biological clock are some of the reasons," explained Dr Sharadwat Mukhopadhyay, a stalwart in the oncological arena at the Manipal Hospital, Kolkata.

The Statesman
PEOPLE'S PARLIAMENT. ALWAYS IN SESSION
Wed, 02 July 2025
https://epaper.thestatesman.com/c/77672368

सन्मार्ग
खबरें अनेक सच्चाई एक
sanmarg.in

Date: 03.07.2025

स्तन कैंसर को रोकता है तनाव !- सन्मार्ग, 3rd July 2025

स्तन कैंसर को रोकता है तनाव !

ब्रिटेन की एक स्वास्थ्य पत्रिका के अनुसार तनाव में रहने वाली महिलाओं में अन्य महिलाओं के मुकाबले पहली बार स्तन कैंसर होने की आशंका कम होती है। वैज्ञानिकों ने अध्ययन के बाद पाया कि रोज होने वाला तनाव 'स्तन कैंसर के कारक' ओस्ट्रोजेन के निर्माण को कम कर देता है। शोध में यह पाया गया है कि रोजमर्रा में हल्का लेकिन दीर्घकालिक तनाव ऐसे हारमोन को बढ़ाता है जो ओस्ट्रोजन संश्लेषण को कम कर देता है। (स्वा.)

सन्मार्ग
खबरें अनेक सच्चाई एक
sanmarg.in

Date: 03.07.2025

फेफड़े के कैंसर को रोक सकती है गोभी- सन्मार्ग, 3rd July 2025

फेफड़े के कैंसर को रोक सकती है गोभी

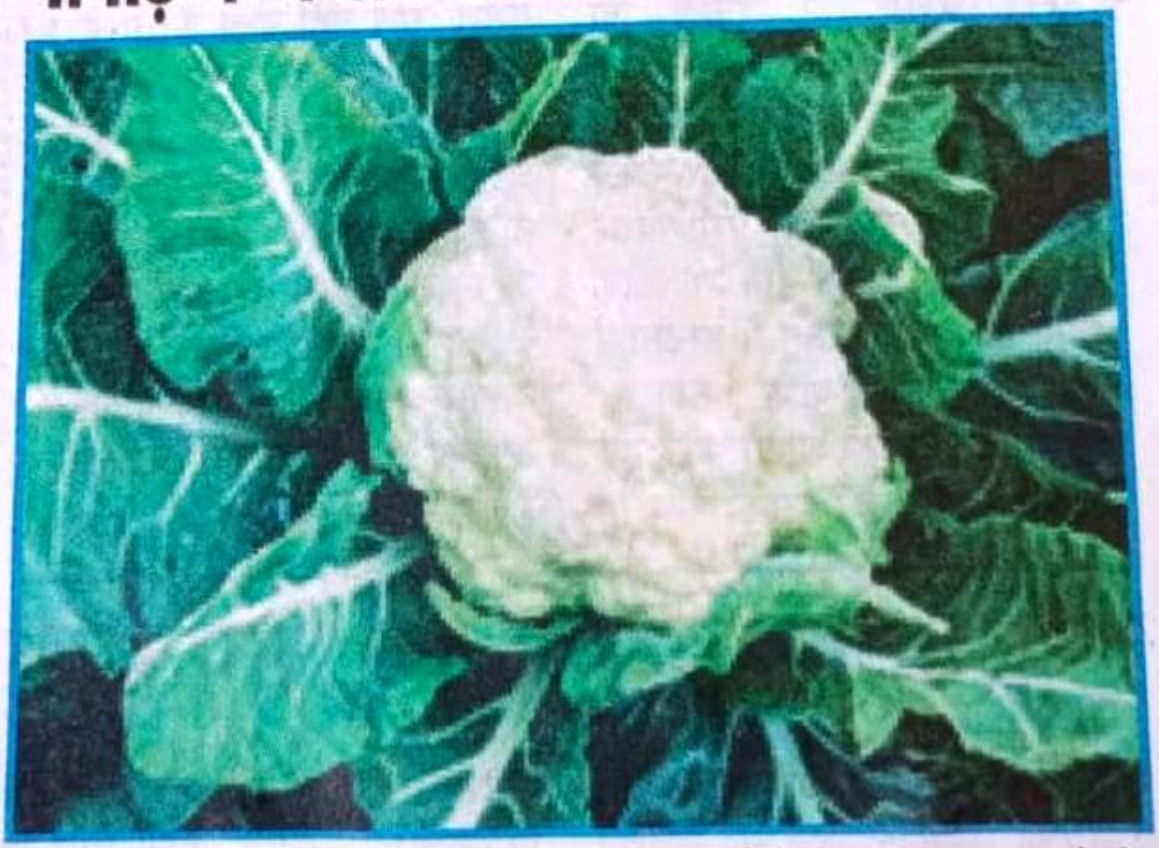

जार्जटाउन यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर के शोधकर्ताओं के अनुसार फूलगोभी, पत्तागोभी तथा जलकुंभी परिवार की सब्जियों में एक प्रकार का पदार्थ पाया जाता है जो मानव एवं जानवर दोनों में फेफड़े का कैंसर रोकने में सहायक होता है। शोधकर्ताओं के अनुसार 'प्रेफेक्स' नामक एक ऐसा पदार्थ गोभी में पाया जाता है जो फेफड़े को कैंसरग्रस्त होने से रोकता है। यह पदार्थ सेक्स उत्तेजक भी होता है।

The Statesman

Date: 03.07.2025

Bandhan Bank's support for Assam cancer patients: The Statesman- 3rd July 2025

Bandhan Bank's support for Assam cancer patients: Bandhan Bank today announced the extension of its CSR grant to Assam Cancer Care Foundation (ACCF), a partnership between the Assam government and Tata Trusts. The grant will support the delivery of standardised and affordable cancer care closer to patients' homes across 17 districts in Assam over the next two years. The contribution will support patients through various stages of cancer treatment, improving access to quality healthcare and helping reduce financial hardship for families. Bandhan Bank has nearly 500 touch points spanning across the state of Assam catering to about 15 lakh customers in the state of Assam.

আনন্দবাজার পত্রিকা

Date: 06.07.2025

রোগে আক্রান্ত শিশুদের ইচ্ছেপূরণেই উল্টোরথ উদ্যাপন হাসপাতালে: আনন্দবাজার পত্রিকা, 6th July 2025

রোগে আক্রান্ত শিশুদের ইচ্ছেপূরণেই উল্টোরথ উদ্‌যাপন হাসপাতালে

নিজস্ব সংবাদদাতা

কেউ চেয়েছিল ক্রিকেটের ব্যাট-বল, কারও আবার আবদার ছিল কথা বলা পুতুল। তার জন্য রথের মেলায় নয়, হাসপাতালেই ওদের হাতে তুলে দেওয়া হল পছন্দের খেলনা, বই। উল্টোরথের সকালে সেই সব পেয়ে কর্কট রোগ (ক্যানসার), থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত শিশুদের চোখেমুখে ফুটে উঠল একরাশ আনন্দ।

শনিবার সকালে নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের সভাগৃহে কর্কট রোগে আক্রান্ত শিশুদের নিয়ে দীর্ঘ বছর ধরে কাজ করা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার 'লাইফ বিয়ন্ড ক্যানসার' প্রকল্পের উদ্যোগে আয়োজন করা হয়েছিল 'ইচ্ছেপূরণ' অনুষ্ঠান। এন আর এসের হেমাটোলজি বিভাগের পাশাপাশি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন পরেশনাথ জৈন মন্দির কর্তৃপক্ষও। স্বেচ্ছাসেবী ওই সংস্থার 'লাইফ বিয়ন্ড ক্যানসার' প্রকল্পের চেয়ারম্যান পার্থ সরকার বললেন, "সকলের মিলিত স্পর্শে ওদের মুখে ফুটে ওঠা হাসিতেই আজকের উল্টোরথ উদ্‌যাপন করলাম।" এ হেন অনুষ্ঠানের সলতে পাকানো শুরু হয়েছিল এক মাস আগেই। শহরের এই সরকারি মেডিক্যাল কলেজে প্রত্যন্ত এলাকা থেকে চিকিৎসা করাতে আসে কর্কট রোগ ও থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত বহু শিশু। তাদের সহযোগিতার জন্য হাসপাতালেই রয়েছে 'লাইফ বিয়ন্ড ক্যানসার' প্রকল্পের হেল্প ডেস্ক।

■ কর্কট রোগ ও থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত শিশুদের ইচ্ছেপূরণ অনুষ্ঠান। শনিবার, নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। নিজস্ব চিত্র

পার্থ জানাচ্ছেন, গত এক মাস ধরে এন আর এসের হেমাটোলজি ও পেডিয়াট্রিক অঙ্কোলজি বিভাগে ভর্তি এবং ডে-কেয়ারে আসা শিশুদের তালিকা তৈরি করেন হেল্প ডেস্কের কর্মীরা। উল্টোরথে তারা কী উপহার চায়, সেটা নিজের হাতে একটি কাগজে লিখে দিয়েছিল ১২০ জন শিশু। তা দেখে বই, কথা বলা পুতুল, ব্যাট, ফুটবল, ক্যারম বোর্ড-সহ বিভিন্ন উপহার কেনা হয়। হাসপাতালের সভাগৃহে উপস্থিত থেকে সেই উপহার নিয়ে কেউ বাড়ি ফিরল, কেউ আবার চলে গেল নির্দিষ্ট চিকিৎসার ওয়ার্ডে।

শিশুদের 'ইচ্ছেপূরণ' করতে উপস্থিত ছিলেন চিকিৎসক রাজেন্দু হোমচৌধুরী, এন আর এসের অধ্যক্ষা ইন্দিরা দে, হেমাটোলজি বিভাগের প্রধান চিকিৎসক তুষারকান্তি দলুই-সহ অন্য চিকিৎসকেরা। পার্থ জানান, তাঁদের প্রকল্পের মাধ্যমে দূরের জেলা থেকে শহরে চিকিৎসা করাতে আসা কর্কট রোগ ও থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত শিশু এবং তাদের পরিবারের এক জনের বিনামূল্যে থাকা-খাওয়ার বন্দোবস্ত করা হয়। রাজ্য সরকারের সঙ্গে চুক্তি অনুযায়ী, এন আর এসের পাশাপাশি কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ এবং এসএসকেএমেও চলছে এই প্রকল্প।

আনন্দবাজার পত্রিকা

Date: 06.07.2025

মারণ কর্কট রোগ ধরতে বিজ্ঞানীদের সঙ্কেত-আনন্দবাজার পত্রিকা, 6th July 2025

মারণ কর্কট রোগ ধরতে বিজ্ঞানীদের সঙ্কেত

নিজস্ব প্রতিবেদন

৫ জুলাই: বিপদই যদি সঙ্কেত হয়!

স্তনের সংযোগকারী কলাকোষ 'ব্রেস্ট কানেকটিভ টিস্যু' (স্ট্রোমাল টিস্যু নামেও পরিচিত)-তে কিছু বিচিত্র অদলবদলের সন্ধান পেয়েছিলেন আমেরিকার 'ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব হেল্‌থ' (এনআইএইচ)-এর বিজ্ঞানীরা। মানব স্তনের কলাকোষের সন্দেহজনক ওই পরিবর্তনগুলিকে উপেক্ষা না করে পরীক্ষা করে দেখেন তাঁরা। লক্ষ্য করেন, যাঁদের শরীরে ওই পরিবর্তনগুলি ঘটেছে, তাঁদের স্তনে কর্কট রোগের কঠিনতম রূপটি বাসা বেঁধেছে। স্তনের কলাকোষে এই পরিবর্তনগুলিকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় 'স্ট্রোমাল ডিসরাপশন'।

বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন, এটিকে বায়োমার্কার বা বিপদের সঙ্কেত হিসেবে নির্ধারণ করেছেন তাঁরা। এটি থাকলে একপ্রকার নিশ্চিত, রোগীকে স্তনের কর্কট রোগের কঠিনতম রূপটির সম্মুখীন হতে হবে। এ ধরনের কর্কট রোগে অসুখ বারবার ফিরে আসার আশঙ্কা রয়েছে, মৃত্যুভয়ও বেশি। গবেষণাপত্রটি 'জার্নাল অব দ্য ন্যাশনাল ক্যানসার ইনস্টিটিউট'-এ প্রকাশিত হয়েছে।

কর্কট রোগের মধ্যে সবচেয়ে চেনা-পরিচিত নাম স্তন ক্যানসার। স্তনের কোষগুলিতে আচমকাই পরিবর্তন (মিউটেশন) ঘটতে শুরু করলে, তা টিউমার সৃষ্টি করে। রোগীর শরীরে বাসা বাঁধে কর্কট রোগ। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ৫০ বছর বা পঞ্চাশোর্ধ্ব মহিলাদের স্তনে কর্কট রোগ হতে দেখা যায়। তবে এর থেকে কমবয়সি নারী কিংবা পুরুষের স্তনেও কর্কট রোগ হতে পারে। কঠিনতম স্তন ক্যানসারটি হল 'মেটাস্ট্যাটিক ব্রেস্ট ক্যানসার'। এটি শরীরের অন্যান্য অঙ্গেও ছড়িয়ে পড়তে পারে। ২০-৩৯ শতাংশ কর্কট রোগে আক্রান্তের শরীরে এটাই ঘটে।

কোনও রোগীর চিকিৎসার শুরুতেই তাঁর শারীরিক পরীক্ষা করা হয়। ম্যামোগ্রামের সাহায্যে অস্বাভাবিক বিষয়গুলিকে চিহ্নিত করা হয়। সন্দেহজনক কোষ পাওয়া গেলে তখন আল্ট্রাসাউন্ডের মতো ইমেজিং টেস্ট করা হয়। তাতে বোঝা যায়, কোথায় রয়েছে সিস্ট। বায়োপসি তো অবশ্যই করে দেখা হয়। এর পর ইস্ট্রোজেন ও প্রজেস্টেরন রিসেপটরের কাজ খতিয়ে দেখা হয়। ব্রাকা১, ব্রাকা২ মিউটেশন ঘটেছে কি না, তা-ও জেনেটিক পরীক্ষা করে দেখা হয়। কিন্তু এত কিছুর পরেও কর্কট রোগের বেশ কিছু মারণ-রূপ চোখে এড়িয়ে যায় চিকিৎসকদের। এর থেকেই বায়োমার্কারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন চিকিৎসক ও গবেষকেরা। সাম্প্রতিক গবেষণাটি একটি বায়োমার্কারের (স্ট্রোমাল ডিসরাপশন)-এর খোঁজ দিয়েছে। বিজ্ঞানীরা বলছেন, এই বায়োমার্কারটি আছে কি না, তা পরীক্ষা করে দেখা হলে, উন্নততর চিকিৎসা সম্ভব হবে। বিপজ্জনক টিউমার থাকলে তা ধরা পড়বে।

বিভিন্ন ধরনের সংযোগকারী কলাকোষ নিয়ে তৈরি ব্রেস্ট টিস্যু। এর মধ্যে রয়েছে 'ফ্যাটি টিস্যু' ও 'ফাইব্রাস টিস্যু'। এগুলি স্তনকে সুরক্ষা দেয়। আর একটি সংযোগকারী টিস্যু স্ট্রোমা ম্যামারি গ্ল্যান্ডকে ঘিরে রাখে। 'ন্যাশনাল ক্যানসার ইনস্টিটিউট'-এর গবেষক মুস্তাফা আবুবাকার বলেন, "স্ট্রোমাল ডিসরাপশন হল স্তনের স্ট্রোমা সংযোগকারী কলাকোষে ধারাবাহিক পরিবর্তন। এটি থাকার অর্থ, কোনও জটিল কর্কট রোগের পূর্বাভাস। আমরা এই বায়োমার্কারটিকে খুঁজে বার করেছি।"

DECCAN Chronicle

Date: 11.07.2025

AIG plans non-invasive brain surgeries- Deccan Chronicle, 11th July 2025.

TECHNOLOGY | MAGIC **Machine doesn't use radioactive material, can be installed without bunker**

AIG plans non-invasive brain surgeries

DC CORRESPONDENT
HYDERABAD, JULY 10

Patients battling brain tumours may soon no longer need surgery, hospital stays, or even stitches. AIG Hospitals has announced that it will set up South India's first ZAP-X radiosurgery system, an advanced, non-invasive brain treatment platform, by the end of this year at its Gachibowli campus.

The system offers a scarless way to treat conditions like brain metastases, meningiomas, trigeminal neuralgia, and other non-cancerous brain conditions. Instead of using a surgical knife, the ZAP-X machine delivers precisely targeted radiation to tumours, without the need for anaesthesia or hospitalisation. Doctors say patients can walk in, receive the treatment like an outpatient, and leave the same day.

The system offers a scarless way to treat conditions like brain metastases, meningiomas, trigeminal neuralgia, and other non-cancerous brain conditions.

"This means no pain, no ICU, no long recovery period," said Dr Subodh Raju, head of neurosurgery at AIG. "It's especially useful for those who are not fit for open surgery or have tumours that are difficult to reach."

The machine, developed by Dr John Adler, inventor of the CyberKnife, doesn't use radioactive material and can be installed without a special shielded bunker, making it more accessible for hospitals and safer for patients and staff.

It also allows for repeated treatments if needed, which is often a limitation with conventional methods.

Currently, such technology is available in only a few hospitals around the world, and many Indian patients travel abroad to access similar care. "We see families raising funds online or flying to Singapore or the US for non-invasive brain treatment," said a neurosurgeon familiar with such cases. "This could change that."

Though the system will only be operational later this year, the announcement has already sparked interest among patients with inoperable or recurring tumours. AIG Hospitals says it hopes to make the treatment more affordable and accessible in the long run, especially for those without options under traditional brain surgery.

THE ASIAN AGE
Delhi | Mumbai | Kolkata | London

Date: 12.07.2025

Glenmark shares up 14.5% on new deal with AbbVie-The Asian Age, 12th July 2025

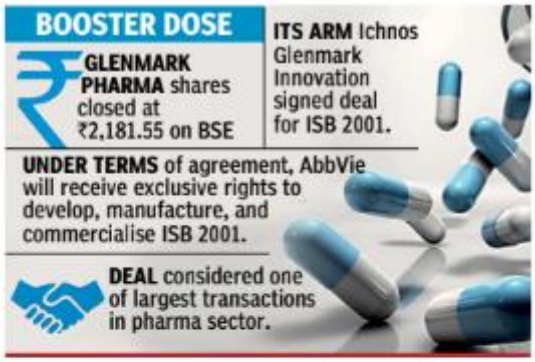

Glenmark shares up 14.5% on new deal with AbbVie

RAVI RANJAN PRASAD
MUMBAI, JULY 11

Glenmark Pharmaceuticals shares gained 14.5 per cent after the company's US arm Ichnos Glenmark Innovation (IGI) and US pharmaceutical firm AbbVie signed a deal to commercialise its underdevelopment drug aimed to treat cancer and autoimmune diseases in an up to $2 billion deal, one of the largest transactions in the pharma sector.

Its shares closed at ₹2,181.55 on BSE after hitting a high of ₹2,286.15 intraday.

"AbbVie will receive exclusive rights to develop, manufacture, and commercialize ISB 2001 across North America, Europe, Japan, and Greater China. Subject to regulatory clearance, IGI will receive an upfront payment of $700 million and is eligible to receive up to $1.22 billion in development, regulatory, and commercial milestone payments, along with tiered, double-digit royalties on net sales," said a release.

"Our partnership with AbbVie accelerates ISB 2001's path to patients and sharpens our focus on advancing the next generation assets in oncology," said Cyril Konto, MD and CEO, IGI.

"This partnership with IGI reflects our commitment to advancing novel therapies for patients with multiple myeloma, a disease where significant unmet need remains despite recent progress," said Roopal Thakkar, managing director and chief scientific officer, AbbVie.

Meanwhile, Sensex fell 689.81 points or 0.83 per cent to 82,500.47 in across the board selling marking second consecutive week of decline as US trade deal uncertainty weighed on investors sentiments.

Barring FMCG and Healthcare all sectoral indices fell. IT stocks led the fall. The top IT losers included TCS (-3.46 per cent), Infosys (-1.35 per cent), Wipro (-2.66 per cent), HCL Technologies (-1.58 per cent) and LTIMindtree (-1.99 per cent).

"Nifty-50 and Sensex fell for the third consecutive session. This is the lowest closing level since June 24. For the week, the Nifty was down by 1.22 per cent," said Nandish Shah, deputy VP, HDFC Securities.

Date: 12.07.2025

প্যানক্রিয়াস ক্যান্সারের চিকিৎসায় আশা, বায়োমার্কার চেনাল এআই-এইসময়, 12th July 2025

প্যানক্রিয়াস ক্যান্সারের চিকিৎসায় আশা, বায়োমার্কার চেনাল এআই

কুণাল বসু

প্যানক্রিয়াস বা অগ্ন্যাশয়ের ক্যান্সার এই মুহূর্তে চিকিৎসকদের কাছে একটা বড় চ্যালেঞ্জ। সেই ক্যান্সারের চিকিৎসায় আশা জাগাচ্ছে কলকাতার বিজ্ঞানী নীলাঞ্জ শিকদারের সাম্প্রতিক গবেষণা। এই গবেষণায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার। গবেষণায় দাবি— এআই চিনিয়ে দিয়েছে, প্যানক্রিয়াসের ক্যান্সারের সঙ্গে জড়িত বায়োমার্কারদের। ফলে এই ক্যান্সার নির্ণয় হবে তাড়াতাড়ি। এমনকি কোন ওষুধের সাহায্য নিতে হবে, তা-ও বাতলে দিয়েছে এআই। বিজ্ঞানীদের দাবি, এআই ব্যবহার করে বায়োমার্কার নির্ণয়ের এই ধরনের গবেষণা ভারতে প্রথম।

ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট ও এসচুয়ারাইন অ্যান্ড কোস্টাল স্টাডিস ফাউন্ডেশনের তত্ত্বাবধানে হয়েছে এই গবেষণা। নীলাঞ্জর অধীনে এই গবেষণায় বড় ভূমিকা নিয়েছেন তাঁর পিএইচডি ছাত্র আকাশ বরারিয়া এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগের অর্ণীশ্বর চক্রবর্তী। এ ছাড়া এই গবেষণার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন কলকাতার গুরু নানক ইনস্টিটিউট অফ ফার্মাসিউটিক্যাল সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি, ইজ্‌রায়েলের বেন গুরিয়ন ইউনিভার্সিটি এবং আমেরিকার এনআইএইচের অন্তর্ভুক্ত ন্যাশনাল ক্যান্সার ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা। প্যানক্রিয়াটিক ক্যান্সার কেন ভয়ঙ্কর? প্রথমত, এই ক্যান্সার নির্ণয় হতেই অনেকটা দেরি হয়ে যায়। দ্বিতীয়ত, মেটাস্ট্যাসিস অর্থাৎ শরীরের অন্য

বড় সাফল্য কলকাতার বিজ্ঞানীদের

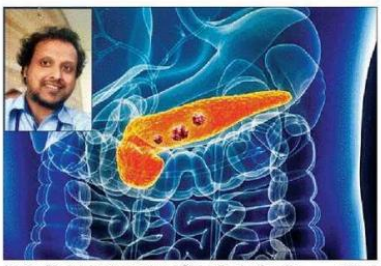

প্যানক্রিয়াটিক ক্যান্সারে আশা জাগাচ্ছেন নীলাঞ্জ শিকদার (ইনসেটে) — এই সময়

টিস্যুতে ক্যান্সার ছড়িয়ে পড়ার ঘটনা হলে তা সারানোর সম্ভাবনাও কমে যায়। বলা হয়, প্রতি ১০০ জন প্যানক্রিয়াস ক্যান্সার আক্রান্তের ক্ষেত্রে মাত্র ১৩ জন বেঁচে থাকতে পারেন ক্যান্সার নির্ণয়ের পরবর্তী পাঁচ বছর পর্যন্ত। আর সে ক্ষেত্রে শর্ত, ক্যান্সার নির্ণয় হতে হবে দ্রুত, বেশি ছড়িয়ে পড়াও যাবে না। তা না হলে সার্ভাইভ্যাল রেট আরও বেড়ে যেতে পারে।

এই রকম ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়ে ক্যান্সারের মার্কার চিহ্নিত করা। শরীরের গভীরে থাকা প্যানক্রিয়াসের ক্যান্সার হলে কয়েকটি জিন সেই মানুষের শরীরে প্রকাশ পায়। এই জিনগুলির 'এক্সপ্রেশন' পরীক্ষায় ধরা পড়লে বোঝা যাবে, সেই ব্যক্তি প্যানক্রিয়াসের ক্যান্সারে আক্রান্ত। এই গবেষণার প্রধান বিজ্ঞানী নীলাঞ্জর বক্তব্য, 'এত দিন পর্যন্ত বায়োমার্কার চেনার ক্ষেত্রে ব্যবহার হতো বায়োকেমিক্যাল, মলিকিউলার বায়োলজিক্যাল ও জেনেটিক্স সংক্রান্ত পরীক্ষা। এই সবের সঙ্গে এই গবেষণায় যোগ করা হয়েছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স। মেশিন লার্নিংয়ের মাধ্যমে ট্রেন করা এআই চিনতে সাহায্য করেছে প্যানক্রিয়াসের ক্যান্সারের কয়েকটি বায়োমার্কার জিনকে।'

নির্বাচিত জিনগুলোর একটি নির্দিষ্ট সেট—TFF1, S100P, MUC13, CD36 এবং UGT1A1—কে অত্যন্ত সম্ভাবনাময় এবং ক্লিনিক্যালি প্রাসঙ্গিক বায়োমার্কার হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, যা সম্ভব হয়েছে উন্নত কম্পিউটার বিশ্লেষণ বা মেশিন লার্নিং ও জটিল জৈব তথ্য একত্রিত করার মাধ্যমে। এই গবেষণায় রিয়েল ওয়ার্ল্ড ডেটা নেওয়া হয়েছে 'দ্য ক্যান্সার জিনোম অ্যাটলাস' (টিসিজি) ও 'ইন্টারন্যাশনাল ক্যান্সার জিনোম কনসর্টিয়াম' (আইসিজিসি) থেকে। এআই ব্যবহার করে মলিকিউলার ডায়নামিক্স স্টাডির মাধ্যমে সম্ভাব্য ওষুধও শনাক্ত করা হয়েছে। এই উদ্ভাবনী পদ্ধতি দেখায় কী ভাবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও জীববিজ্ঞানের সমন্বয় প্যানক্রিয়াটিক ক্যান্সারের মতো জটিল রোগের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের নতুন কৌশল হতে পারে।

নীলাঞ্জর দাবি, এই গবেষণা রাস্তা খুলে দেবে টার্গেটেড ড্রাগ ডেভেলপমেন্ট এবং আরও ব্যক্তিগত রোগী পরিচর্যার। সে ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকায় থাকবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা।

আনন্দবাজার পত্রিকা

Date: 13.07.2025

কর্কট রোগীদের জীবনের উদ্যাপন নাটকের মঞ্চে: আনন্দবাজার পত্রিকা, 13th July 2025

কর্কট রোগীদের জীবনের উদ্‌যাপন নাটকের মঞ্চে

নিজস্ব সংবাদদাতা

কর্কট রোগে আক্রান্ত মানেই, সমাজ-পরিবার থেকে আলাদা হয়ে একাকিত্বে ডুবে যাওয়া নয়। জীবনে ইতি টানার চিন্তা নয়। বরং রোগকে জয় করে ফিরে আসার লড়াইতেও যে সাফল্য মেলে, সেই গল্পই শোনালেন কর্কট রোগ জয়ীরা। শনিবার নাটকের মঞ্চে বার্তা দিলেন, 'এ ভাবেও ফিরে আসা যায়।'

কর্কট রোগকে জয় করার পাশাপাশি, ফের সমাজের গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হওয়া যায়।— এই বার্তা দেওয়ার প্রচেষ্টা থেকেই কলামন্দিরে এ দিনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল মেডিকা-অঙ্কোলজি। প্রায় ১৮ জন কর্কট রোগজয়ী পুরুষ-মহিলা অন্য অভিনেতাদের সঙ্গে মঞ্চস্থ করলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পাঁচটি ক্ষুদ্র-নাটক অবলম্বনে 'রঙ্গ বাঙ্গ'। 'আর্য ও অনার্য', 'অন্ত্যেষ্টি সৎকার', 'নূতন অবতার', 'অরসিকের স্বর্গপ্রাপ্তি' এবং 'স্বর্গীয় প্রহসন'— নাটকগুলিকে এক সুতোয় বেঁধে নির্দেশকের ভূমিকায় ছিলেন অভিনেতা তথা নাট্যকার চন্দন সেন।

তাঁর কথায়, "কর্কট রোগে আক্রান্তদের সব থেকে বড় সমস্যা একাকিত্ব। আজও সমাজের একটা অংশ ওই অসুখকে ছোঁয়াচে মনে করেন। এই সব ধারণা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য চিকিৎসক সুবীর গঙ্গোপাধ্যায় ও সৌরভ দত্ত এই পরিকল্পনা করেছিলেন।" দীর্ঘ অনুশীলনের পরে এ দিন জীবন ও সাহসের উদ্‌যাপন হল বলেই জানাচ্ছেন সৌরভ। আগামীতে জেলাতেও এই নাট্যানুষ্ঠানের পরিকল্পনা রয়েছে। সব চরিত্রেই কর্কট রোগে আক্রান্ত বা তা জয় করা মানুষদের দিয়ে অভিনয়ের চিন্তাভাবনাও রয়েছে বলে জানাচ্ছেন চন্দন। তিনি আরও বলছেন, "এই মঞ্চ কেবল 'পারফর্ম' করার জায়গা নয়, বরং আত্মপরিচয় ফিরে পাওয়ার লড়াই।"

একই সুর শোনা গেল ক্যানসার জয়ী অভিনেতা গৌতম রায়চৌধুরী, নীতা দত্ত, অমিতাভ সরকারদের গলাতেও। তাঁরা বলছেন, "রোগ শরীরকে থামাতে চেয়েছিল, কিন্তু মনের কণ্ঠকে নয়। আর এই নাটক নিজেদের গল্প বলার সুযোগ করে দিল।" চিকিৎসক সুবীর গঙ্গোপাধ্যায় বলছেন, "কর্কট রোগের চিকিৎসা শুধু শরীরের নয়, রোগীর মানসিক ও আত্মিক শক্তিকেও জাগ্রত করতে হয়। অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে রোগীদের সেই শক্তিই প্রতিফলিত হল।"

কর্কট রোগ জয়ীদের নিয়ে নাটক। শনিবার। নিজস্ব চিত্র

Date: 14.07.2025

রান্নার ধোঁয়া বাড়াচ্ছে মহিলাদের ফুসফুসের ক্যান্সার, বলছে রিসার্চ: এইসময়, 14th July 2025

রান্নার ধোঁয়া বাড়াচ্ছে মহিলাদের ফুসফুসের ক্যান্সার, বলছে রিসার্চ

শ্যামগোপাল রায়

সপ্তাহ খানেক ধরে কাশির সমস্যা থেকে মুক্তি না পেয়ে চিকিৎসকের কাছে গিয়েছিলেন বেলগাছিয়ার রসগোল্লা বস্তির বাসিন্দা প্রীতি তিওয়ারি। বেশ কয়েকটি পরীক্ষার পর ধরা পড়ে, ফুসফুসের ক্যান্সার হয়েছে প্রীতির। অথচ, প্রীতি চিকিৎসককে জানান, তিনি কোনদিন ধূমপান করেননি। তার পরেও কেন এই রোগে আক্রান্ত হলেন প্রীতি?

সম্প্রতি, বিজ্ঞানপত্রিকা 'ল্যান্সেটে' প্রকাশিত একটি গবেষণাপত্রে উঠে এসেছে, ধূমপানের পাশাপাশি পরিবেশগত বায়ুদূষণের কারণেও ফুসফুসের ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়ছে মহিলাদের। ভারতীয় মহিলাদের মধ্যে এই জাতীয় ক্যান্সারের প্রকোপ বেশি। এই দূষণ মূলত ছড়াচ্ছে মূলত রান্নার জ্বালানি থেকে। চেন্নাইয়ের একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দুই বিজ্ঞানী দিল্লি, মুম্বই, চেন্নাই, কলকাতা, পুনে, বেঙ্গালুরু, হায়দরাবাদ-সহ ভারতের ১০টি শহরের প্রায় দেড় হাজার মহিলার মধ্যে এই সমীক্ষা চালিয়ে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন।

সমীক্ষার রিপোর্টে বলা হয়েছে, ওই দেড় হাজার মহিলার মধ্যে ৫৮ শতাংশ ধূমপান না করা সত্ত্বেও ফুসফুসের ক্যান্সারের পাশাপাশি, শ্বাসকষ্ট, হাঁপানি, চোখ দিয়ে জল পড়ার-মতো সমস্যায় আক্রান্ত হয়েছেন। এর কারণ হিসেবে ওই গবেষণাপত্রে বলা হয়েছে, দেশের মহিলাদের বড় অংশ রান্নাঘরে সময় কাটিয়ে থাকেন। যা বড় সমস্যা ডেকে আনছে। রান্নার সময়ে যে দূষিত ধোঁয়া উৎপন্ন হয় তা সরাসরি শরীরে ঢুকে ফুসফুসের ক্ষতি করছে। এটা যে শরীরের জন্য ক্ষতিকর, সে বিষয়ে অনেকেই সচেতন নয় বলে দাবি করছেন বিজ্ঞানীরা। তা ছাড়া, ধূপকাঠি জ্বালানো, মশার ধূপ থেকেও শ্বাসের মাধ্যমে বিষাক্ত ধোঁয়া ঢুকছে শরীরে। কিছুদিন আগে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু)-র তরফে ফুসফুসের ক্যান্সারের অন্যতম কারণ হিসেবে পরিবেশগত ধোঁয়াকে দায়ী করা হয়েছে। সেখানে এ বিষয়ে সচেতনতা গড়ে তোলার কথা বলা হয়েছে প্রশাসনকে।

ফুসফুস রোগের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক রাজা ধরের কথায়, 'এখনও প্রচুর মানুষ গ্যাসের বদলে কাঠ-কয়লার উনুন ব্যবহার করেন। যা থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড-সহ অনেক দূষিত গ্যাস শরীরে ঢুকে ফুসফুসের ক্ষতি করে।' যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ বিজ্ঞানের অধ্যাপক তড়িৎ রায়চৌধুরী বলেন, 'রান্নার গ্যাস, কাঠকয়লার কারণে দূষণ থেকে ফুসফুসের ক্যান্সার-সহ নানা ধরণের রোগ বাড়ছে। প্রশাসনের উচিত, এ বিষয়ে মানুষকে সচেতন করা।' কী বলছে কলকাতা পুরসভা? এ প্রসঙ্গে কলকাতা পুরসভার মেয়র পারিষদ (পরিবেশ) স্বপন সমাদ্দার বলেন, 'বাড়ির মধ্যে যে যে কারণে দূষণ হয় এবং সে জন্য কী ধরনের রোগ হতে পারে, সে সব নিয়ে শহরবাসীকে সচেতন করার পরামর্শ দিয়েছে দূষণ রোধে গঠিত কমিটি। খুব তাড়াতাড়ি এ নিয়ে প্রচার শুরু হবে।'

The Statesman

Date: 16.07.2025

Are chemicals causing cancer in young people? Evidence explains: The Statesman- 16th July 2025

Are chemicals causing cancer in young people? Evidence explains

SARAH DIEPSTRATEN
JOHN (EDDIE) LA MARCA

Cancer is traditionally known as a disease affecting mostly older people.

But some worrying trends show cancer rates in younger people aged under 50 are on the rise.

Why does cancer mostly affect older people?

Each cell in your body contains a copy of your DNA – the instructions needed to keep that cell functioning properly.

However, DNA can be damaged or 'mutated' in such a way that a cell will no longer do the job it's supposed to.

Some mutations will allow a cell to make too many copies of itself and grow out of control. Others can protect it from dying. And others still allow it to move around and travel to other organs where it doesn't belong.

Accumulating too many of these DNA mutations can lead to cancer.

Every time a new cell is made in our body, a copy of our DNA is made too. Sometimes, due to random chance, mistakes occur which introduce genetic mutations.

Think of it like making a photocopy of a photocopy, and so on. Each copy will be slightly different from the original.

Most DNA mutations are harmless.

But your cells are making billions of new copies of themselves each day. So the older you get, the more DNA copies you will have made during your lifetime, and the more likely you are to have dangerous mistakes in those copies.

As we get older, our bodies aren't as good at recognising and removing cells with dangerous mutations. That's why cancer is much more common in older people.

What's causing cancer in younger people?

Environmental factors are anything outside of our bodies: things such as chemicals, viruses and bacteria, the amount we exercise, and the foods we eat.

Many of these environmental factors can increase the likelihood of DNA copying mistakes, or even directly damage our DNA, increasing our risk of cancer.

One well-known example is ultraviolet (UV) radiation from the sun, which can lead to skin cancer. Another is smoking, which can lead to lung cancer.

Fortunately, public awareness campaigns about the dangers of sun exposure, and reduced rates of people smoking cigarettes, have led to falling numbers of skin and lung cancer cases in Australians under 50 over the past 30 years.

But other types of cancer – including cancers of the liver, pancreas, prostate, breast and kidney – are increasing in young people. The trend is global, particularly among richer, western countries.

What role do chemicals play?

Researchers are working to understand the causes of these increases. Currently, chemicals are in the spotlight as an environmental factor of particular interest.

We're exposed to more chemicals in the modern day than many of our ancestors were – things such as air pollution, food additives, plastics and many more.

One of the main chemicals of concern is plastics, which are ubiquitous: almost everyone encounters them, every day.

Experts agree that plastics represent an overall massive general risk to human health and the environment.

Studies using animals can give strong evidence one way or another. But in humans who are exposed to thousands of different environmental factors every day, it's difficult to definitively state "risk factor X contributes to cancer Y".

So, it's not possible to point to a single 'smoking gun' in the case of the increasing early-onset cancer rates.

Let's use colorectal cancer (also called bowel cancer) as an example to illustrate the issue.

Why are young people getting bowel cancer?

In older people, bowel cancer rates are actually falling. This is thought to be in part due to improved testing and screening helping to catch and destroy dangerous cells before they actually become cancer.

But early-onset bowel cancer rates are rising.

Some people speculate this may be due to increased exposure to plastics, as the digestive system is exposed to these through the food we eat. This includes things such as nano- or micro-plastics, or chemicals leaching out of the plastics into foods, such as PFAS (per- and poly-fluoroalkyl substances).

But there are other potential culprits, such as diet and lifestyle, with obesity and alcohol intake correlating with increased cancer rates.

Bacteria may also play a role: the types of bacteria found in your microbiome are thought to contribute to bowel cancer risk. Even exposure to certain bacterial toxins has been linked to bowel cancer risk.

How can you reduce your risk of cancer?

While there is no definitive evidence linking chemicals to increased cancer risk in young people, this is an area of intense ongoing research. Reducing your use of and exposure to plastics and chemicals wherever possible is still probably a healthy thing to do.

On top of that, you can reduce your overall cancer risk through regular exercise and maintaining a healthy, balanced diet.

If you have any concerns, and particularly if you have a family history of cancer, consult your doctor.

The writers are senior research officers, Blood Cells and Blood Cancer Division, WEHI (Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research). This article was published on www.theconversation.com.

এইসময়

Date: 16.07.2025

দুরূহ, জটিল সার্জারিতে ক্যান্সার-মুক্তি প্রৌঢ়ার:এইসময়,16th July 2025

দুরূহ, জটিল সার্জারিতে ক্যান্সার-মুক্তি প্রৌঢ়ার

এই সময়: ওভারিয়ান ক্যান্সারটা আর শুধু ডিম্বাশয়েই সীমাবদ্ধ ছিল না। ছড়িয়ে পড়েছিল পেটের প্রায় সর্বত্র, এমনকী বুকেও। টানা ১০ ঘণ্টার দুরূহ ও জটিল সার্জারিতে পেটে-বুকে ছড়িয়ে পড়া সেই ক্যান্সার থেকে প্রৌঢ়াকে মুক্তি দিলেন শহরের এক বেসরকারি হাসপাতালের চিকিৎসকেরা। সল্টলেক মণিপাল হাসপাতালে সফল অস্ত্রোপচারের পরে রিনা গঙ্গোপাধ্যায় নামে বছর ষাটের ওই রোগিণী আপাতত বিপন্মুক্ত। সম্প্রতি তাঁকে হাসপাতাল থেকে ছুটিও দিয়েছেন চিকিৎসকেরা।

মহিলাদের সব ধরনের ক্যান্সারের মধ্যে ডিম্বাশয়ের ক্যান্সার এ দেশে তৃতীয় সর্বাধিক। জরায়ুমুখ ও স্তন ক্যান্সারের ঠিক পরেই। একে

সাফল্য শহরে

'নিঃশব্দ ঘাতক'ই বলা হয়। কারণ, দীর্ঘদিন ওভারিয়ান ক্যান্সার প্রায় উপসর্গহীন থাকে। ফলে অনেক সময়েই দেরিতে ধরা পড়ে। এবং যত দিনে ধরা পড়ে, তত দিনে রোগ ডালপালা মেলে ফেলে অনেকটাই। রিনার ক্ষেত্রেও তা-ই হয়েছিল। এ রকম ক্ষেত্রে ক্যান্সার থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, শরীরের প্রতিটি দৃশ্যমান ক্যান্সার কোষ সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া।

চ্যালেঞ্জটা ঠিক সেখানেই ছিল বলে জানাচ্ছেন সল্টলেক মণিপালের গাইনি অঙ্কোসার্জেন অরুণাভ রায় এবং অরুণাশিস মল্লিক ও নেহা আগরওয়াল। তাঁরা জানান, সেই চ্যালেঞ্জটা নিয়েই শরীর থেকে বাদ দেওয়া হয় বুকের লসিকা গ্রন্থি এবং পেটের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে থাকা ক্যান্সারাক্রান্ত টিস্যু ও কোষগুলিকে। এর মধ্যে ছিল ডায়াফ্রাম, অন্ত্র, ডিম্বাশয়, জরায়ু, পেলভিক ও ব্লাডার পেরিটোনিয়ামের অংশ। টোটাল ওমেন্টেক্টমি (পেটের চর্বিযুক্ত আবরণ পুরোপুরি বাদ দেওয়া), ডায়াফ্রাম স্ট্রিপিং (ডায়াফ্রামের ক্যান্সার আক্রান্ত অংশ বাদ দেওয়া), সিলেক্টিভ পেরিটোনেক্টমি (শুধু আক্রান্ত অংশ কাটা), রেক্টো-সিগময়েড রিসেকশন (বৃহদন্ত্রের একাংশ কাটা) এবং অ্যানাস্টোমোসিস (অন্ত্র কেটে বাদ দেওয়ার পর তা পুনরায় জোড়া লাগানো) করা হয়। সকাল ৮টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত লাগাতার চলে অস্ত্রোপচার।

Date: 17.07.2025

সার্ভাইক্যাল ক্যান্সারের টিকা বিনামূল্যে দেবে সিএমআরআই:এইসময়,17th July 2025

সার্ভাইক্যাল ক্যান্সারের টিকা বিনামূল্যে দেবে সিএমআরআই

এই সময়: সারা দেশে জরায়ুমুখের ক্যান্সার বা সার্ভাইক্যাল ক্যান্সারে প্রতি বছর প্রায় ১ লক্ষ ২৩ হাজার মহিলা আক্রান্ত হন। এর মধ্যে ৭৭ হাজার আক্রান্তের মৃত্যুও হয় ফি বছর। বাংলাতেও ছবিটা আদৌ ব্যতিক্রমী নয়। অথচ ভ্যাকসিন বা টিকায় এই ক্যান্সার প্রতিরোধযোগ্য। আগের মতো বিদেশি বহুজাতিক কোম্পানির তৈরি দামি টিকা নয়, এখন বাজারে রয়েছে দেশি প্রযুক্তিতে তৈরি তুলনায় অনেক কম দামের টিকাও। কিন্তু চিকিৎসকদের আক্ষেপ, এ ব্যাপারে এখনও সচেতনতা তলানিতে। সেই ফাঁক পূরণ করতে চিকিৎসকের পরামর্শের পাশাপাশি জরায়ুমুখ ক্যান্সারের টিকাও বিনামূল্যে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে কলকাতার সিএমআরআই হাসপাতাল।

গত ১ জুলাই ওই হাসপাতালে সার্ভাইক্যাল ক্যান্সার প্রতিরোধে বালিকা-কিশোরী-তরুণীদের জন্য বিনামূল্যে ভ্যাকসিনেশন ক্লিনিক চালু করেছে। একবালপুরের এই বেসরকারি হাসপাতালের তরফে জানানো হয়েছে, সপ্তাহে দু'দিন— বুধ ও বৃহস্পতিবার দুপুর ১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত চলবে এই ক্লিনিক। সেখানে ৯ থেকে ২৬ বছর বয়স পর্যন্ত মেয়েদের বিনামূল্যে পাইনি কনসাল্টেশন এবং ভ্যাকসিন মিলবে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের আশা, গত পাঁচ বছরে সার্ভাইক্যাল ক্যান্সারের যে ১৫-২০% বৃদ্ধি হয়েছে, কিছুটা হলেও মহানগরে সেই প্রবণতায় লাগাম দেওয়ার ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা তারা নিতে পারবে।

চিকিৎসকরা জানাচ্ছেন, হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস বা এইচপিভি-র সংক্রমণ থেকেই হয় এই ক্যান্সার। তাই এই ভাইরাসের ন'টি কার্সিনোজেনিক স্ট্রেনকে রুখে দেওয়ার জন্যই টিকা নেওয়া জরুরি। ৯-১৪ বছর বয়সিদের জন্য ছ'মাসের ব্যবধানে এই টিকার দু'টি ডোজ নিতে হয়। আর ১৫ বছর বা তার বেশি বয়সে নিতে হয় একই সময়ের ব্যবধানে তিনটি ডোজ। সিএমআরআই হাসপাতালের স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ পদ্মিতা ভট্টাচার্য জানান, এই ভ্যাকসিন সার্ভাইক্যাল ক্যান্সার প্রতিরোধে যুগান্তকারী পরিবর্তন এনেছে। যার সুযোগ প্রত্যেক বালিকা-কিশোরী-তরুণীরই নেওয়া উচিত। কারণ, ৯০% ক্ষেত্রেই এই টিকা জরায়ুমুখের ক্যান্সার প্রতিরোধে সক্ষম।

सन्मार्ग
खबरें अनेक सच्चाई एक
sanmarg.in

Date: 17.07.2025

स्तन कैंसर का अधिक खतरा है मोटी महिलाओं में: सन्मार्ग, 17th July 2025

स्तन कैंसर का अधिक खतरा है मोटी महिलाओं में

मोटापे के यूं तो वैसे ही स्वास्थ्य को काफी नुकसान हैं किन्तु अब एक अध्ययन में सामने आया है कि जिन महिलाओं का वजन सामान्य से अधिक होता है, उन्हें स्तन कैंसर का खतरा अधिक होता है। यह अध्ययन यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबोर्न और जर्मन रिसर्च सेंटर के डॉक्टरों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। इस अध्ययन में यह भी पाया गया कि जिन महिलाओं में रक्त शर्करा का स्तर सामान्य से अधिक होता है, उनमें स्तन कैंसर की आशंका 50 प्रतिशत अधिक होती है। 20 साल तक चले इस शोध में महिलाओं को शामिल किया गया, उनके प्रारम्भ में ब्रेस्ट कैंसर के कोई लक्षण नहीं थे। यदि आपका वजन सामान्य से अधिक है या आपको टाइप-2 मधुमेह है तो अभी से संभल जाइए और अपने वजन और मधुमेह को काबू करने का प्रयास करें।

अशोक गुप्त(स्वास्थ्य दर्पण)

सन्मार्ग
खबरें अनेक सच्चाई एक
sanmarg.in

Date: 17.07.2025

भारत में बढ़ रहा लंग कैंसर का खतरा: सन्मार्ग, 17th July 2025

भारत में बढ़ रहा लंग कैंसर का खतरा

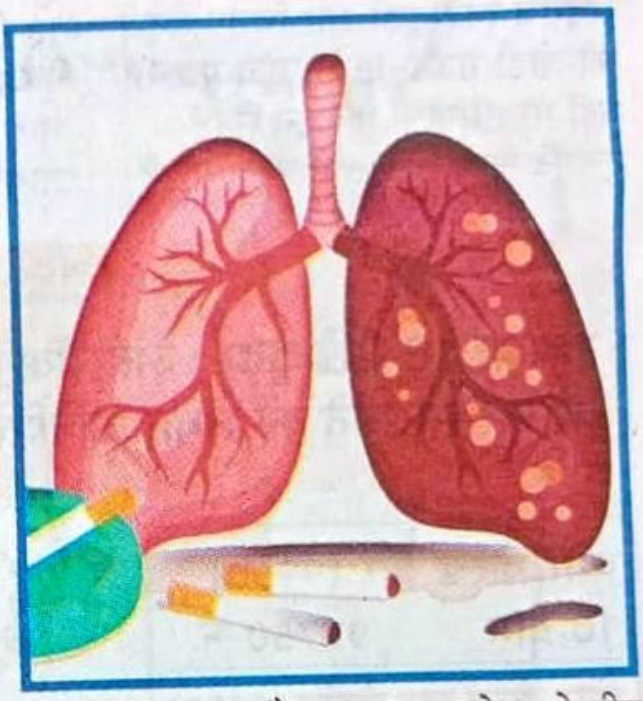

इंडियन सोसायटी ऑफ मेडिकल एंड पेडियेट्रिक आन्कोलॉजी ने घोषणा की है कि भारत में हर वर्ष 50 हजार लंग कैंसर के नए रोगी पैदा हो रहे हैं और लंग कैंसर के रोगियों की संख्या मुंह के रोगियों की संख्या से अधिक हो गई है। लंग कैंसर का सबसे मुख्य कारण धूम्रपान है। न केवल धूम्रपान करने वालों को बल्कि उनके साथ रहने वालों को भी इस कैंसर का खतरा बना रहता है। लंग कैंसर से बचने का सबसे आसान ढंग धूम्रपान बंद करना है। धूम्रपान करने वाले तीन चौथाई लोग 10-15 वर्ष की आयु में धूम्रपान प्रारंभ करते हैं। यदि आप धूम्रपान छोड़ना चाहते हैं तो उसका एक ही ढंग है कि धूम्रपान एकदम छोड़ दीजिए। धीरे-धीरे धूम्रपान छोड़ना संभव नहीं है। एक बार धूम्रपान छोड़ दें तो एक भी कश न लगाएं, न ही धूम्रपान करने वालों के पास बैठें। शुरू में आपका मूड खराब हो सकता है किंतु धीरे-धीरे आपको आदत पड़ जाएगी। धूम्रपान छोड़कर आप लंग कैंसर के साथ हृदय रोगों को भी कम कर सकते हैं। ■(स्वा.)

আনন্দবাজার পত্রিকা

Date: 19.07.2025

থাইরয়েড গ্রন্থিতে কর্কটরোগ ঠিক সময়ে শনাক্ত হলে চিকিৎসার মাধ্যমে দীর্ঘ দিন সুস্থ জীবনযাপন সম্ভব। রইল বিশেষজ্ঞের পরামর্শ:আনন্দবাজার পত্রিকা, 19th July 2025

থাইরয়েড গ্রন্থিতে কর্কটরোগ ঠিক সময়ে শনাক্ত হলে চিকিৎসার মাধ্যমে দীর্ঘ দিন সুস্থ জীবনযাপন সম্ভব। রইল বিশেষজ্ঞের পরামর্শ

কর্কটরোগ, এই শব্দটির সঙ্গে পরতে পরতে জড়িয়ে আছে সংশয়, ভয়। কিন্তু থাইরয়েড গ্রন্থিতে কর্কটরোগ শনাক্ত হওয়ার পরে, ঠিক সময়ে চিকিৎসা হলে দীর্ঘ দিন সুস্থ ভাবে বেঁচে থাকা যায়। এই প্রসঙ্গে কর্কটরোগের শল্য চিকিৎসক ডা. গৌতম মুখোপাধ্যায় বললেন, "বেশির ভাগ রোগীর থাইরয়েড ক্যানসার থেকে সেরে ওঠার সম্ভাবনা বেশি, প্রায় ৯৯ শতাংশ। তবে এই আরোগ্য বয়সের সঙ্গে সম্পর্কিত। ৫৫ বছরের কম বয়স হলে, সম্পূর্ণ সুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়।" অন্যান্য ক্যানসার নিয়ে জনসাধারণের মধ্যে যতটা সচেতনতা দেখা যায়, এই ক্যানসার সম্পর্কে তা নেই। তাই অনেক ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ সুস্থ হওয়ার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় অজ্ঞতা।

থাইরয়েড গ্রন্থি সম্পর্কে ধারণা

গলায় শ্বাসনালির সামনের দিকে থাকে থাইরয়েড গ্রন্থি, যার আকার অনেকটা প্রজাপতির মতো। এই গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত টি-ফোর বা থাইরক্সিন, টি-থ্রি বা ট্রাইআয়োডোথাইরোনিন বিপাকক্রিয়া ঠিক রাখতে, বুদ্ধির বিকাশ ঘটাতে, শিশুদের স্বাভাবিক ভাবে বেড়ে উঠতে, মহিলাদের ঋতুচক্র ও গর্ভধারণ ইত্যাদি শারীরবৃত্তীয় কাজ

এই কর্কটরোগে সুস্থ হওয়ার হার বেশি

Cont… Page-2

আনন্দবাজার পত্রিকা

Date: 19.07.2025

Page-2

থাইরয়েড গ্রন্থিতে কর্কটরোগ ঠিক সময়ে শনাক্ত হলে চিকিৎসার মাধ্যমে দীর্ঘ দিন সুস্থ জীবনযাপন সম্ভব। রইল বিশেষজ্ঞের পরামর্শ:আনন্দবাজার পত্রিকা, 19th July 2025

নিয়ন্ত্রণ করে। থাইরয়েড গ্রন্থি থেকে হরমোন অতিরিক্ত নিঃসৃত হলে বা প্রয়োজনের কম নিঃসৃত হলে শরীরে নানা সমস্যা হয়। রক্তে থাইরয়েড হরমোনের মাত্রা কমে যাওয়াকে বলে হাইপোথাইরয়েডিজ়ম আর এর উল্টো হলে অর্থাৎ রক্তে থাইরয়েড হরমোনের মাত্রা বেড়ে গেলে বলে হাইপারথাইরয়েডিজ়ম। দু'টি ক্ষেত্রেই হরমোনের ঠিক মাত্রা নিয়ন্ত্রিত রাখার জন্য চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে আজীবন ওষুধ খেতে হয়।

কর্কটরোগ বোঝার উপায়

থাইরয়েড গ্রন্থিতে মাংসল পিণ্ড বা টিউমারের জন্ম হলে ক্যানসার হওয়ার সম্ভাবনা নানা বাঁধে। টিউমারের আকার খুব ছোট হলে বাইরে থেকে বোঝার উপায় নেই, কিন্তু একটু বড় হলে তার উপস্থিতি বাইরে থেকে বোঝা যায়। এ ছাড়া কিছু ক্ষেত্রে গলার স্বরে বদল আসে, কোনও কারণ ছাড়াই ওজন কমে যাওয়া, ঢোক গিলতে গিয়ে ব্যথা অনুভব হয় ইত্যাদি।

সব সময় গলায় ব্যথা নাও হতে পারে। যদি দেখা যায় মাংসপিণ্ড ঢোক গেলার সঙ্গে উঠছে ও নামছে (বাইরে থেকে দেখে বোঝা যাবে), তা হলে সতর্ক হতে হবে। ব্যথা নেই বলে অবজ্ঞা করা চলবে না। অনেকেই এই ভুলটা করেন। এমন হলে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। "এ ক্ষেত্রে ক্লিনিক্যাল টেস্টের পরে আমরা আলট্রাসোনোগ্রাফি করে দেখে নিই থাইরয়েড গ্রন্থিতে টিউমার আছে কি না। টিউমার থাকলে এফএনএসি করা হয়। ম্যালিগন্যান্ট হোক বা বিনাইন, টিউমার হলেই বাদ দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। প্রসঙ্গত বলি, থাইরয়েড গ্রন্থিতে টিউমার হলেই দুশ্চিন্তা করার কিছু নেই। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিনাইন হয়। তবে যেমনই হোক না কেন, বেশি দিন ফেলে না রেখে সার্জারি করে বাদ দিয়ে দেওয়াই ভাল," পরামর্শ দিলেন ডা. মুখোপাধ্যায়। প্রচলিত ধারণা, হাইপোথাইরয়েডিজ়ম বা হাইপারথাইরয়েডিজ়ম থাইরয়েড ক্যানসারকে ত্বরান্বিত করে। এই বিষয়ে ডা. মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্য, "এই ধারণা ভুল। রক্তে থাইরয়েড হরমোনের মাত্রা স্বাভাবিক থাকলেও ক্যানসার হতে পারে। বরং হাইপারথাইরয়েডিজ়ম থাকলে ক্যানসার হওয়ার সম্ভাবনা তুলনামূলক ভাবে কম।"

থাইরয়েড গ্রন্থিতে টিউমারের জন্ম হলে কর্কটরোগের সম্ভাবনা নানা বাঁধে। টিউমারের আকার ছোট হলে বাইরে থেকে বোঝার উপায় নেই, কিন্তু বড় হলে তা বাইরে থেকে বোঝা যায়।

সেরে ওঠার পথ

প্যাপিলারি, ফলিকিউলার, অ্যানাপ্লাস্টিক... থাইরয়েড ক্যানসারের একাধিক ভাগ দেখা যায়। "প্যাপিলারি থাইরয়েড ক্যানসার কমবয়সি মহিলাদের মধ্যে বেশি দেখা যায়। প্যাপিলারি ও ফলিকিউলার থাইরয়েড ক্যানসার থেকে সেরে ওঠার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। খারাপ ভ্যারাইটি হল অ্যানাপ্লাস্টিক। কিন্তু এটি সচরাচর হতে দেখা যায় না," বললেন ডা. মুখোপাধ্যায়। থাইরয়েড ক্যানসার সারিয়ে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে দীর্ঘ জীবন যাপন করা সম্ভব। অবশ্যই যত আগে এই ক্যানসার ধরা পড়বে, তত ভাল ফল পাওয়া যাবে। এই ক্যানসার আগে ধরা পড়লে থাইরয়েড গ্রন্থির দু'টি লোবের মধ্যে একটি বাদ দিলেই হয়, কিন্তু দেরি হলে বা কিছু ক্ষেত্রে প্রয়োজনেও গোটা থাইরয়েড গ্রন্থি সার্জারি করে বাদ দিতে হয়। শনাক্তকরণে বা চিকিৎসায় দেরি হলে ক্যানসার ছড়িয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। যেমন, প্যাপিলারি ক্যানসার গলায়, কিছু ক্ষেত্রে ফুসফুসে ছড়াতে পারে। ফলিকিউলার ক্যানসার কিছু ক্ষেত্রে হাড়ে ছড়িয়ে যায়।

"থাইরয়েড ক্যানসারের ক্ষেত্রে ছড়িয়ে গেলেও সম্পূর্ণ নিরাময় সম্ভব। তবে থাইরয়েড ক্যানসারের সার্জারি বেশ জটিল। এই গ্রন্থির নীচ দিয়ে দুটো রেকারেন্ট ল্যারিঞ্জিয়াল নার্ভ যায়, যা আমাদের কণ্ঠস্বর নিয়ন্ত্রণ করে। অপারেশন করতে গিয়ে দুটো নার্ভের মধ্যে কোনও একটিতে ক্ষতি হলে গলার স্বর চিরতরে বদলে যাবে। থাইরয়েড গ্রন্থির পিছনে থাকে প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থি, যা শরীরে ক্যালশিয়াম, ফসফরাস ও মেটাবলিজ়ম নিয়ন্ত্রণ করে। এই প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থিও বাঁচাতে হয়। তাই এই অপারেশনের জন্য একজন দক্ষ, অভিজ্ঞ সার্জেনের প্রয়োজন।" সাধারণত ক্যানসারের চিকিৎসায় রেডিয়োথেরাপি বা কেমোথেরাপি দেওয়া হয়। থাইরয়েডের ক্যানসারে তা দিতে হয় না। অস্ত্রোপচারের পর প্রয়োজন পড়লে রোগীকে আয়োডিন খাওয়ানো হয়। এই পদ্ধতিকে বলে রেডিয়োঅ্যাবলেশন। এতে রোগী রেডিয়ো অ্যাকটিভ হয়ে যান, তখন তাঁকে দু'-তিন দিন আইসোলেশনে রাখা হয়।

নারী-পুরুষ নির্বিশেষে যে কোনও বয়সে থাইরয়েড ক্যানসার হতে পারে। কিন্তু তার মধ্যে কমবয়সি মহিলাদের মধ্যে এই ক্যানসার হওয়ার প্রবণতা বেশি। অনেকেরই মনে সংশয় থাকে থাইরয়েড গ্রন্থি বাদ দিলে শরীরে থাইরয়েড হরমোনের কাজ বন্ধ হয়ে যাবে, এতে ঋতুচক্র বা ভবিষ্যতে সন্তানধারণে সমস্যা হবে। "থাইরয়েড গ্রন্থি বাদ দিলেও ওষুধ দিয়ে হরমোনের কাজ স্বাভাবিক রাখা হয়। সারা জীবন সে ওষুধ খেয়ে যেতে হবে। ব্লাডসুগার বা ব্লাডপ্রেশার নিয়ন্ত্রণে রাখতে যেমন সারা জীবন ওষুধ খেতে হয়, অনেকটা তেমনই। থাইরয়েড ক্যানসার থেকে নিরাময়ের পরে দাম্পত্য জীবনে বা গর্ভধারণে কোনও সমস্যা হয় না," আশ্বাস দিলেন ডা. মুখোপাধ্যায়।

গলায় মাংসল পিণ্ড অনুভব করলে বা বাইরে থেকে বোঝা গেলে, ব্যথা থাকুক বা না থাকুক, অবজ্ঞা না করে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। না হলে এই অবহেলা ক্যানসার থেকে সম্পূর্ণ সুস্থ হওয়ার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে।

ঊর্মি নাথ

Date: 19.07.2025

'স্বাস্থ্যসাথী'তে ক্যান্সার রোগীর চিকিৎসায় 'না':
এইসময়, 19th July 2025

'স্বাস্থ্যসাথী'তে ক্যান্সার রোগীর চিকিৎসায় 'না'

এই সময়, বর্ধমান: ক্যান্সারে আক্রান্ত এক রোগীকে 'স্বাস্থ্যসাথী' কার্ডে চিকিৎসা করতে অস্বীকার করার অভিযোগ উঠেছে পূর্ব বর্ধমানের বাম বঙ্গলা এলাকার একটি বেসরকারি হাসপাতালের বিরুদ্ধে। অভিযোগ, ইলা দত্ত নামে ৫২ বছরের রোগীকে তাঁর পরিবারের লোকেরা কেমোথেরাপি দেওয়ার জন্য নিয়ে গেলে ওই হাসপাতালের পক্ষ থেকে সরকার নির্ধারিত খরচের থেকেও বেশি টাকা দাবি করা হয়।

স্বাস্থ্যসাথী কার্ড থাকার পরেও কেন বেশি টাকা দিতে হবে, তা নিয়েই বিতর্ক তৈরি হয় রোগীর পরিজনদের সঙ্গে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের। বৃহস্পতিবার বিকেলে এই ঘটনার কথা জানাজানি হতেই জেলা পরিষদের সভাধিপতি শ্যামাপ্রসন্ন লোহার ঘটনাস্থলে যান। জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের সঙ্গেও প্রশাসনের পক্ষ থেকে যোগাযোগ করা হলে তিনি ডেপুটি সিএমওএইচ (১)-কে পাঠান হাসপাতালে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দীর্ঘসময় কথা বলেন সভাধিপতি ও স্বাস্থ্য আধিকারিকরা। তাতেও সমাধানসূত্র মেলেনি। শেষ পর্যন্ত ওই মহিলাকে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। তিনি সেখানেই ভর্তি রয়েছেন। বর্ধমান শহর সংলগ্ন রায়নগর এলাকার বাসিন্দা ইলা দত্ত। তাঁর মেয়ে ঊর্মিলা দত্ত এ দিন অতিরিক্ত জেলাশাসককে (স্বাস্থ্য) লিখিত ভাবে অভিযোগ জানান। তাঁর দাবি, 'কার্ড ব্লক হয়ে গিয়েছে বলে চিকিৎসা করাতে অস্বীকার করেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। তাঁরা আরও বেশি টাকার দাবি করতে থাকে।'

আনন্দবাজার পত্রিকা

Date: 21.07.2025

ইনজেকশন ও ওষুধের গুণমানে অনুত্তীর্ণ ১৯০, চিন্তিত ড্রাগ কন্ট্রোল: আনন্দবাজার পত্রিকা, 21st July 2025

ইনজেকশন ও ওষুধের গুণমানে অনুত্তীর্ণ ১৯০, চিন্তিত ড্রাগ কন্ট্রোল

নিজস্ব সংবাদদাতা

ওষুধের বদলে ইনজেকশনে ভরা রয়েছে শুধু জল!

কর্কট রোগ এবং অস্ত্রোপচারের পরে ব্যাক্টিরিয়া সংক্রমণ রোগে ব্যবহৃত দু'টি ইনজেকশনের গুণমান পরীক্ষায় এমনই রিপোর্ট উঠে এসেছে কেন্দ্রীয় ড্রাগ কন্ট্রোলের হাতে। পাশাপাশি, গুণমান যাচাইয়ের পরীক্ষায় দেশ জুড়ে অনুত্তীর্ণ হয়েছে ওই দু'টি ইনজেকশন-সহ আরও ১৮৮টি ওষুধ! তবে ইনজেকশনের ভিতরে ওষুধের উপাদানের বদলে কী ভাবে স্রেফ জল ভরে বাজারে ছেড়ে দেওয়া হল, তা নিয়ে বিস্মিত ড্রাগ কন্ট্রোলের আধিকারিকেরাও।

প্রতি মাসেই দেশের বিভিন্ন খুচরো বাজার থেকে ট্যাবলেট, ইনজেকশন, স্যালাইন-সহ বিভিন্ন ওষুধের নমুনা সংগ্রহ করে ড্রাগ কন্ট্রোল। গত মাসে ১৮৮টি ওষুধ ফেল করেছিল। সম্প্রতি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করে কেন্দ্রীয় ড্রাগ কন্ট্রোল জানিয়েছে, এ বারে অনুত্তীর্ণের সংখ্যা ১৯০। রিপোর্টে জানানো হয়েছে, ফেল করার তালিকায় ট্যাবলেট, ক্যাপসুল, স্যালাইন, ইনজেকশন কোনও কিছুই বাকি নেই। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে নমুনা সংগ্রহের পরে তা কেন্দ্রীয় ড্রাগ কন্ট্রোলের স্থানীয় পরীক্ষাগারে পরীক্ষা করা হয়। যেমন কলকাতার সেন্ট্রাল ড্রাগ ল্যাবরেটরিতে গুণমান যাচাইয়ের পরীক্ষায় ফেল করেছে ৪০টি ওষুধ।

সামগ্রিক ভাবে দেখা যাচ্ছে, কোনও ক্ষেত্রে ইনজেকশনের ভায়ালে ভাসছে ক্ষতিকারক ব্যাক্টিরিয়া। কোনও ওষুধ আবার নামী সংস্থার ব্র্যান্ড-নেম নকল করে বানানো, কোনও ওষুধ বা ইনজেকশন তৈরিতে পরিশোধিত জলই ব্যবহার করা হয়নি।

জানা যাচ্ছে, অস্ত্রোপচারের পরে ব্যাক্টিরিয়া সংক্রমণ ঠেকাড়ে পুণের একটি ওষুধ প্রস্তুতকারী সংস্থার তৈরি ওই ইনজেকশনে জল মিলেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ ওই সংস্থায় কী ভাবে অ্যান্টিবায়োটিক ইনজেকশনে শুধু জল ভরা হল, তা নিয়ে বিস্মিত ড্রাগ কন্ট্রোলের আধিকারিকেরাই। কর্কট রোগে ব্যবহৃত ইনজেকশনটি তৈরি চিনে।

গুণমানের পরীক্ষায় ফেল করার তালিকায় এ বারেও রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ ফার্মাসিউটিক্যালসের নাম। ওই সংস্থার তৈরি সাধারণ স্যালাইন এবং শরীরে জল এবং কার্বোহাইড্রেটের মাত্রা ঠিক রাখতে ব্যবহৃত ইনজেকশন এ বারে কর্ণাটক ড্রাগ কন্ট্রোলের পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ। ইনজেকশনটির ক্ষেত্রে বলা হয়েছে, ভায়ালে থাকা তরল বিশুদ্ধ নয়। গত মাসে অসমেও ফেল করেছিল ওই সংস্থার ওষুধ।

The Statesman

Date: 21.07.2025

Medica Hospitals rebranded as Manipal Hospitals: The Statesman- 21st July 2025

Medica Hospitals rebranded as Manipal Hospitals

STATESMAN NEWS SERVICE
SILIGURI, 21 JULY

Manipal Hospitals has officially rebranded Medica North Bengal Clinic and Medica Cancer Hospital, Rangapani, as Manipal Hospital Siliguri and Manipal Hospital Rangapani.

This move follows Manipal's acquisition of Medica Synergie, marking a significant step in expanding its presence in Eastern India. Manipal Hospital Siliguri, established in 1976, has served over 36 lakh patients and is now being developed into a full-fledged super specialty centre, with added infrastructure in cardiology, neurosurgery, gastroenterology, and critical care.

Manipal Hospital Rangapani continues as North Bengal's only comprehensive cancer care centre, handling over 150 radiation sessions and 700 chemotherapy cases monthly. It is expanding with 50 new beds, additional operation theatres, and a second Linac machine.

Officials from Manipal Hospitals affirmed their commitment to improving healthcare access and integrating high-quality, patient-centric care across North Bengal, aiming to transform the region into a hub of advanced medical services.

The Statesman

Date: 23.07.2025

Cancer Gains: The Statesman- 23rd July 2025

Cancer Gains

When late US President Richard Nixon launched his "War on Cancer" in 1971, the ambition was audacious: find a cure within a decade. More than half a century later, cancer still claims nearly 10 million lives globally every year. Yet the world is inching toward a quieter, less headline-grabbing victory. It is doing so not through a singular cure, but through steady advances in prevention, diagnosis, and treatment that are transforming cancer into a disease many people can survive – or avoid altogether. The clearest evidence of this transformation is in age-adjusted death rates. In the United States, those rates have fallen by roughly a third since the early 1990s, translating to an estimated 3 to 4 million fewer deaths. Similar declines have been recorded in over 140 countries. Adjusting for rising life expectancy, this means people today are significantly less likely to die of cancer at any given age than their parents were. Survival rates have risen sharply as well. In high-income countries, five-year relative survival now exceeds 85 per cent for many common cancers. These gains have been driven by earlier detection and by more precise, less toxic treatment regimes. Immunotherapy, in particular, has rewritten the rules. Drugs like pembrolizumab and dostarlimab have extended survival in lung and colorectal cancers, while CAR-T cell therapies are now showing promise in solid tumours. A study presented at this year's ASCO meeting in Chicago found that neoadjuvant immunotherapy increased event-free survival in melanoma patients from 57 per cent to 84 per cent in just 12 months. Many cancers are now being treated as chronic illnesses rather than death sentences, allowing patients to resume normal lives with manageable treatment plans and on-going monitoring, often for years. Preventive measures are equally crucial. Anti-smoking campaigns in the West have averted millions of cancer deaths since the 1970s. The HPV vaccine, first introduced less than two decades ago, has already slashed cervical cancer incidence by up to 90 per cent among young women in countries with high vaccination rates. Screening for colorectal, breast, and prostate cancers has grown more effective and more widespread.

Yet progress remains uneven. In many low-and middle-income countries, basic diagnostic tools, vaccines, and standard therapies remain inaccessible. Even in wealthier nations, significant disparities exist. People in rural areas or low-income communities, as well as some racial and ethnic minorities, continue to face poorer outcomes despite medical advances. The war on cancer was never going to be won by shock-and-awe tactics. The real battle has been a war of attrition – slow, scientific, and cumulative. While the disease remains one of the leading causes of death worldwide, the momentum has shifted. Breakthroughs in mRNA-based vaccines and precision oncology suggest that the coming decades may see even deeper inroads. The world has not cured cancer. But it has made it far less deadly. That, quietly and steadily, is what winning looks like.

सन्मार्ग
खबरें अनेक सच्चाई एक
sanmarg.in

Date: 24.07.2025

दस घंटे की सर्जरी से ओवेरियन कैंसर मरीज को मिला नया जीवन: सन्मार्ग, 24th July 2025

दस घंटे की सर्जरी से ओवेरियन कैंसर मरीज को मिला नया जीवन

सन्मार्ग संवाददाता

कोलकाता : मणिपाल हॉस्पिटल, सॉल्टलेक में 10 घंटे लंबी जटिल सर्जरी के बाद 60 वर्षीय महिला को गंभीर ओवेरियन कैंसर से बचाया गया। सर्जरी का नेतृत्व **डॉ. अरुणाभ रॉय** ने किया, उनके साथ डॉ. अरुणाशिष मल्लिक, डॉ. नेहा अग्रवाल, एनेस्थेसिया टीम और अन्य विशेषज्ञ भी शामिल थे। ओवेरियन कैंसर को 'साइलेंट किलर' कहा जाता है क्योंकि इसके लक्षण देर से सामने आते हैं। मरीज की जांच और एनेस्थेसिया अप्रूवल के बाद 'अपफ्रंट रैडिकल सर्जरी' का निर्णय लिया गया, जिसका लक्ष्य 'जीरो रेजिडुअल डिजीज' सुनिश्चित करना था। सर्जरी के दौरान छाती, पेट की गुहा, डायाफ्राम, आंतों की सतह, अंडाशय, गर्भाशय और ब्लैडर से कैंसरग्रस्त टिशू निकाले गए। सुबह 8 बजे शुरू हुई यह जटिल प्रक्रिया शाम 6 बजे तक चली, लेकिन पूरे ऑपरेशन के दौरान मरीज को केवल एक यूनिट ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ी। सर्जरी के 6 दिन बाद ही मरीज चलने और सामान्य भोजन लेने में सक्षम हो गईं। यह एक बेहद चुनौतीपूर्ण एडवांस्ड ओवेरियन कैंसर का केस था। हमारा लक्ष्य शरीर से हर एक दिखने वाले कैंसर को हटाना था।' मरीज को पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया।

The Statesman

Date: 26.07.2025

Cancer Paradox: The Statesman- 26th July 2025

Cancer paradox

Sir, I refer to "Cancer Gains" (July 23). While the world quietly edges toward a victory in the war on cancer with declining death rates and improving survival, India's battle remains loud, complex, and deeply unequal. Recent advances in cancer detection and treatment have brought hope, yet for millions of Indians, access and affordability remain formidable obstacles.

Globally, cancer outcomes are improving thanks to early detection, precision treatments, and breakthroughs like immunotherapy. But in India, the picture is mixed.

According to the Indian Council of Medical Research, over 1.4 million new cancer cases were recorded in 2023, with numbers expected to rise steadily. Unlike the "quiet victories" abroad, India's fight often calls for urgent, wide-scale action in the face of growing demand and uneven resources.

Access to cancer care in India is heavily skewed toward urban centres. Patients from rural areas face long journeys, delays in diagnosis, and limited specialist support. This rural-urban divide significantly worsens outcomes.

The financial burden is just as grim. Out-of-pocket spending for cancer care is among the highest in India's health system, often forcing families into debt or distress sales. For many, life-saving treatment remains out of reach.

Awareness is another hurdle. While campaigns against tobacco have made some inroads, smokeless tobacco use remains widespread.

The rollout of the HPV vaccine is promising, especially for cervical cancer, but knowledge about cancer symptoms, risk factors, and the value of early screening is still dangerously low in many parts of the country.

Despite these challenges, India is not just catching up, it is innovating. Immunotherapy drugs like pembrolizumab are now available domestically. More impressively, India recently developed and approved its own version of CAR-T cell therapy a cutting-edge treatment for blood cancers.

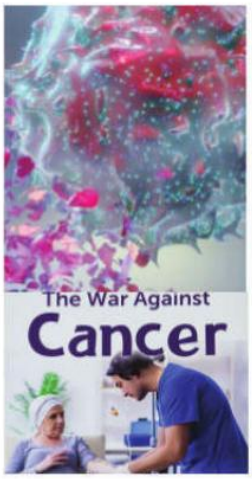

Spearheaded by the Tata Memorial Centre (TMC), this indigenous version is far more affordable than international options and signals a new era of accessible advanced care.

Precision oncology is also gaining ground, with hospitals using genetic profiling to personalise cancer treatment. Robotic surgeries, AI-based diagnostics, and minimally invasive procedures are now part of the care offered at major cancer centers.

Public and private efforts are beginning to shift the landscape. Under the Ayushman Bharat health scheme, over 50 crore people are eligible for free cancer treatment worth up to Rs 5 lakh annually.

Screening programms are expanding through Ayushman Aarogya Mandirs. Meanwhile, price caps and Jan Aushadhi stores are helping reduce the cost of essential medicines.

Institutions like the Tata Memorial Centre are playing a vital role. With a growing network across the country, TMC not only offers affordable care to over 60 per cent of its patients but also leads in research and training. Its decentralisation efforts, including new hospitals in Punjab, aim to bring quality care closer to underserved regions, though staffing remains a bottleneck.

India's cancer fight is a paradox of progress and disparity. On one hand, we see indigenous therapies, rising awareness, and ambitious government initiatives. On the other, there are stark gaps in access, delayed diagnoses, and crushing treatment costs.

The global war on cancer may be turning in humanity's favour, but India's battle is still unfolding. Winning it will require more than science, India must invest in awareness, infrastructure, and health equity. Only then can we turn these promising breakthroughs into a national victory.

Yours, etc., Amarjeet Kumar,
Hazaribagh, 23 July.

The Statesman

Date: 27.07.2025

More than 10 crore women screened for cervical cancer: Health Ministry- The Statesman- 27th July 2025

More than 10 crore women screened for cervical cancer: Health Ministry

NEW DELHI, 26 JULY

The Union Health Ministry has tested nearly 40 per cent of women eligible for cervical cancer screening as of 20 July this year, according to a response by the Centre in Parliament. The ministry stated that out of an eligible population of 25.42 crore females aged 30 years and above, 10.18 crore have been screened for cervical cancer, based on data from the National Non-Communicable Disease (NCD) Portal. In a written response to Lok Sabha MP Kanimozhi Karunanidhi (DMK) on Friday, Union Health Minister Prataprao Jadhav said the government is using use print, electronic, and social media platforms to raise community awareness and ensure public engagement on NCDs including cervical cancer.

The Statesman

Date: 28.07.2025

Dalai Lama inaugurates cervical cancer vaccine drive in Leh: The Statesman- 28th July 2025

Dalai Lama inaugurates cervical cancer vaccine drive in Leh

STATESMAN NEWS SERVICE
JAMMU, 27 JULY

Tibetan spiritual leader, the Dalai Lama, on Sunday formally inaugurated the free Cervical Cancer Vaccine Drive in Leh under the Ladakh Autonomous Hill Development Council (LAHDC), Leh, subsidy scheme.

The campaign was launched by the Dalai Lama at Jewetsal Photang, Choglamsar, where local officers, health professionals, and members of the society were present.

This is a major step towards preventive healthcare for young girls in Ladakh. It will cover adolescent girls aged 15 to 18 years.

The launch ceremony saw the presence of several key dignitaries, including Chairman/ CEC LAHDC Tashi Gyalson, Deputy Chairman LAHDC Leh, Tsering Angchok; DC Leh, Romil Singh Donk; CPO Leh Tsewang Gyalson; CCF Dr Zulfiqar Ali; CMO Dr Dolma Chuskit; MS of SNM Hospital Dr Rinchen Chosdon, and Urgain Gyatso from the Phande Lekjin Welfare Society.

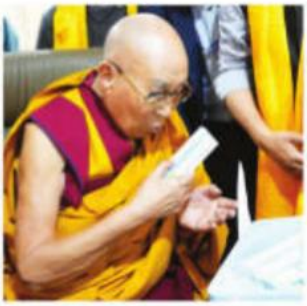

This important initiative is being carried out under the LAHDC, Leh, Subsidy Scheme 2025, through the Medical Department Leh, in collaboration with the Phande Lekjin Welfare Society. The vaccination will be provided free of cost, particularly targeting underprivileged school-going adolescent girls, to reduce the risk of cervical cancer through timely immunisation.

As schools are currently closed for summer holidays, the actual roll-out of the vaccination will begin from 5 August across various subdivisional hospitals in the district. The vaccine will be administered in two doses over a six-month interval, following national health guidelines for effective protection.

The launch comes at a meaningful time, as LAHDC Leh has declared the month of July as the "Month of Compassion" to commemorate the 90th birth year of His Holiness the 14th Dalai Lama. Throughout this month, various welfare and charitable activities have been organised across the district, highlighting the values of care, service, and compassion that His Holiness embodies. The HPV vaccination drive reflects the same spirit, focusing on the health and well-being of Ladakhi girls.

A deeply moving moment during the launch was when Jigmet Dolma, a specially-abled student from CWSN school Choshot Yokma, became the first recipient of the HPV vaccine. She was warmly blessed by His Holiness, symbolising the inclusive spirit of the initiative and the shared commitment to ensure no child is left behind in matters of health and protection.

The campaign has been initiated under the leadership and guidance of Tashi Gyalson, whose continued efforts in prioritising public health and youth welfare were widely acknowledged during the event.

Date: 29.07.2025

বঙ্গের ৮ জেলা হাসপাতালে ডে কেয়ার ক্যান্সার সেন্টার: এইসময়, 29th July 2025

বঙ্গের ৮ জেলা হাসপাতালে ডে কেয়ার ক্যান্সার সেন্টার

এই সময়: উদ্দেশ্য, ক্যান্সার রোগীকে চিকিৎসার জন্য যেন দিল্লি, লখনৌ, চেন্নাই, মুম্বই, বেঙ্গালুরু, পাটনা কিংবা কলকাতার মতো রাজধানী শহরে ছুটে আসতে না-হয়। লক্ষ্য, ক্যান্সার-চিকিৎসাকে একেবারে জেলা ও মহকুমা স্তরে পৌঁছে দেওয়া। তারই প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে দেশের ২০০টি জেলা হাসপাতালকে ডে কেয়ার ক্যান্সার সেন্টারের স্বীকৃতি দিল কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক। এর মধ্যে রয়েছে বাংলারও আটটি কেন্দ্র। সব ক'টিই কলকাতা থেকে দূরে। এই সব হাসপাতালে কয়েক ঘণ্টার জন্য ভর্তি হয়ে কেমোথেরাপি ও আনুষঙ্গিক চিকিৎসা নিয়ে দিনের দিনই বাড়ি ফিরে যাবেন রোগী।

দেশের জেলায় জেলায় ক্যান্সার চিকিৎসাকে মানুষের কাছে আরও সহজলভ্য ও সুলভ করে তুলতে প্রাথমিক ভাবে আগামী তিন বছরের মধ্যে দেশের ৭৪৩টি জেলাতেই ডে কেয়ার ক্যান্সার সেন্টার (ডিসিসিসি) খোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক। এর মধ্যে ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে ২৯৭টি সেন্টার খোলার কথা ঠিক হয়েছে। এর মধ্যে ২০০-র কিছু বেশি কেন্দ্রের জন্য আপাতত আর্থিক অনুমোদন মঞ্জুর করেছে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক। তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে রয়েছে আটটি জেলা— মুর্শিদাবাদ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিম মেদিনীপুর, মালদা, পূর্ব বর্ধমান, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও নন্দীগ্রাম স্বাস্থ্যজেলা। সংসদে এক প্রশ্নের উত্তরে লিখিত ভাবে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী প্রতাপরাও যাদব জানান, প্রতিটি কেন্দ্র গড়ে তুলতে ১ কোটি ৪৯ লক্ষ টাকা করে মঞ্জুর করা হয়েছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে জানানো হয়েছে, সংশ্লিষ্ট জেলা হাসপাতালের এই ডে কেয়ার সেন্টারগুলিতে কম খরচে কেমোথেরাপি, প্রাথমিক স্ক্রিনিং এবং ক্যান্সার সংক্রান্ত পরামর্শ দেওয়া হবে। এতে রাজ্যের দূরবর্তী জেলার ক্যান্সার রোগীদের কলকাতা বা অন্য বড় শহরের হাসপাতালে ছুটে আসার প্রয়োজন অনেকাংশেই

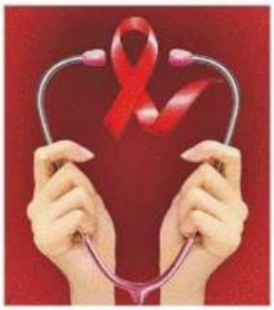

কমবে বলে মনে করা হচ্ছে। স্বাস্থ্য মন্ত্রকের এক আধিকারিক জানান, ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর)-এর ক্যান্সার রেজিস্ট্রি রিপোর্ট এবং প্রতিটি রাজ্যের প্রস্তাবিত তালিকা অনুযায়ী কোথায় কোথায় নতুন সেন্টার হবে, তা চূড়ান্ত করছে ন্যাশনাল প্রোগ্রাম কোঅর্ডিনেশন কমিটি (এনপিপিসি)।

রাজ্যের এক স্বাস্থ্য আধিকারিকের কথায়, 'জেলায় জেলায় যদি ডে কেয়ার সেন্টারগুলি সময়ে চালু হয়, তা হলে বহু সাধারণ মানুষ উপকৃত হবেন। বিশেষ করে, ক্যান্সারের মতো দীর্ঘমেয়াদি চিকিৎসা যেখানে রোগী ও পরিবারের উপরে প্রবল আর্থিক চাপ ফেলে, সেখানে এ ধরনের সেন্টার বড় সহায়ক হবে।' উল্লেখ্য, ক্যান্সার রেজিস্ট্রি রিপোর্ট অনুযায়ী, পশ্চিমবঙ্গে বছরে গড়ে ১.২ লক্ষের বেশি নতুন ক্যান্সার রোগী ধরা পড়ছেন। তার মধ্যে অর্ধেকের বেশি রোগীকে প্রাথমিক কিংবা ফলোআপ কেমোথেরাপির জন্য বড় শহরে, অর্থাৎ কলকাতায় আসতে হয়। ফলে চিকিৎসার খরচ যেমন বাড়ে, তেমনই দূরবর্তী অঞ্চলে চিকিৎসার সুবিধা না থাকায় বহু ক্ষেত্রেই রোগ ধরা পড়ে দেরিতে।

স্বাস্থ্যভবন সূত্রে খবর, প্রকল্পটি দ্রুত রূপায়ণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো ও লোকবল তৈরি করতে কেন্দ্রের সঙ্গে সমন্বয় রাখা হচ্ছে। বাকি জেলাগুলিতেও কত তাড়াতাড়ি ডে কেয়ার সেন্টার তৈরি হয়, এখন তারই অপেক্ষা। আশা, তা বাস্তবায়িত হয়ে যাবে আগামী ২০২৯-এর মধ্যেই।

সংবাদ প্রতিদিন

Date: 31.07.2025

স্ত্রীরোগ ক্যানসার ধরতে 'এন্ড-ও-চেক' চালু করল অ্যাপোলো: সংবাদ প্রতিদিন, 31st July 2025

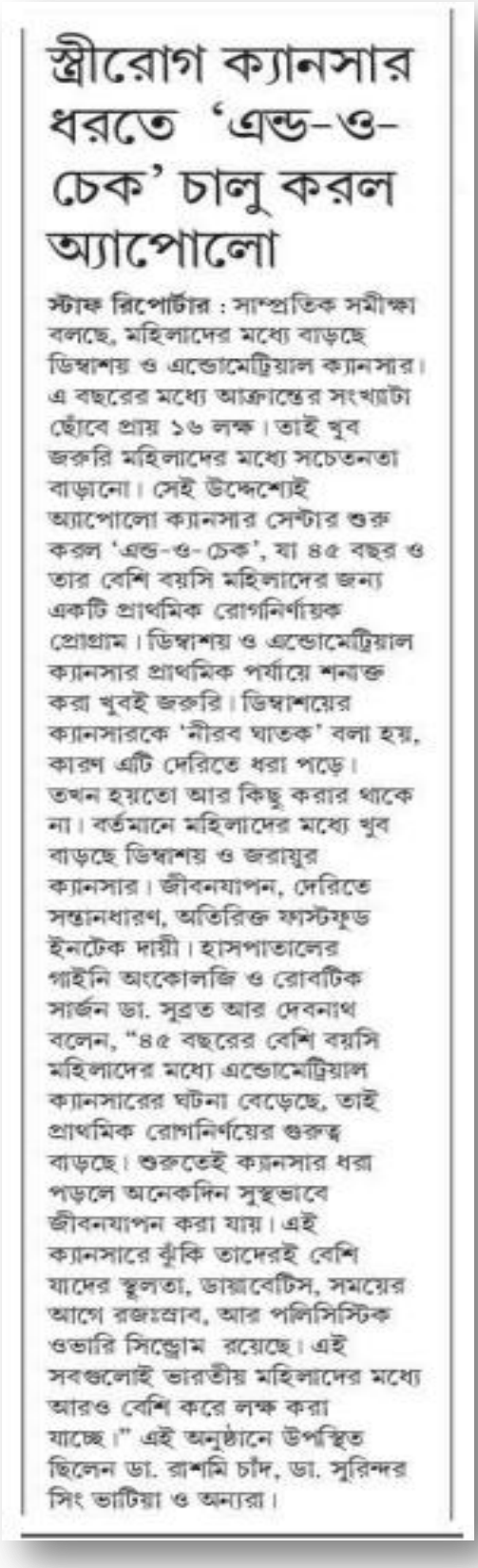

স্ত্রীরোগ ক্যানসার ধরতে ‘এন্ড-ও-চেক’ চালু করল অ্যাপোলো

স্টাফ রিপোর্টার : সাম্প্রতিক সমীক্ষা বলছে, মহিলাদের মধ্যে বাড়ছে ডিম্বাশয় ও এন্ডোমেট্রিয়াল ক্যানসার। এ বছরের মধ্যে আক্রান্তের সংখ্যাটা ছোঁবে প্রায় ১৬ লক্ষ। তাই খুব জরুরি মহিলাদের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানো। সেই উদ্দেশ্যেই অ্যাপোলো ক্যানসার সেন্টার শুরু করল ‘এন্ড-ও-চেক’, যা ৪৫ বছর ও তার বেশি বয়সি মহিলাদের জন্য একটি প্রাথমিক রোগনির্ণায়ক প্রোগ্রাম। ডিম্বাশয় ও এন্ডোমেট্রিয়াল ক্যানসার প্রাথমিক পর্যায়ে শনাক্ত করা খুবই জরুরি। ডিম্বাশয়ের ক্যানসারকে ‘নীরব ঘাতক’ বলা হয়, কারণ এটি দেরিতে ধরা পড়ে। তখন হয়তো আর কিছু করার থাকে না। বর্তমানে মহিলাদের মধ্যে খুব বাড়ছে ডিম্বাশয় ও জরায়ুর ক্যানসার। জীবনযাপন, দেরিতে সন্তানধারণ, অতিরিক্ত ফাস্টফুড ইনটেক দায়ী। হাসপাতালের গাইনি অংকোলজি ও রোবটিক সার্জন ডা. সুব্রত আর দেবনাথ বলেন, “৪৫ বছরের বেশি বয়সি মহিলাদের মধ্যে এন্ডোমেট্রিয়াল ক্যানসারের ঘটনা বেড়েছে, তাই প্রাথমিক রোগনির্ণয়ের গুরুত্ব বাড়ছে। শুরুতেই ক্যানসার ধরা পড়লে অনেকদিন সুস্থভাবে জীবনযাপন করা যায়। এই ক্যানসারে ঝুঁকি তাদেরই বেশি যাদের স্থূলতা, ডায়াবেটিস, সময়ের আগে রজঃস্রাব, আর পলিসিস্টিক ওভারি সিন্ড্রোম রয়েছে। এই সবগুলোই ভারতীয় মহিলাদের মধ্যে আরও বেশি করে লক্ষ করা যাচ্ছে।” এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডা. রাশমি চাঁদ, ডা. সুরিন্দর সিং ভাটিয়া ও অন্যরা।

सन्मार्ग
खबरें अनेक सच्चाई एक
sanmarg.in

Date: 31.07.2025

पैनक्रियाज कैंसर से बचने हेतु धूम्रपान छोड़ें: सन्मार्ग, 31st July 2025

पैनक्रियाज कैंसर से बचने हेतु धूम्रपान छोड़ें

डॉक्टरों का कहना है कि पैनक्रियाज यानी अग्न्याशय का कैंसर बहुत दुर्लभ होता है पर इसका पता काफी समय बाद चल पाता है और तब तक यह बेकाबू हो जाता है। इसलिए यह कैंसर हो ही नहीं, इसके लिए लोगों को धूम्रपान से तौबा करने के साथ ही खूब मात्रा में फल और सब्जियों को अपने खाने में शामिल करना चाहिए। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में डॉ. बी. आर. अंबेडकर इंस्टीट्यूट रोटरी कैंसर अस्पताल में प्रोफेसर और क्लीनिकल आंकोलॉजिस्ट डॉ. पी. के. जुल्का ने बताया कि पैनक्रियाज का कैंसर विभिन्न प्रकार के कैंसर में सर्वाधिक खतरनाक माना जाता है क्योंकि शरीर में जब तक इसका पता चल पाता है, तब तक यह अपनी पकड़ काफी मजबूत कर चुका हो। उन्होंने बताया कि तंबाकू और धूम्रपान इस कैंसर को न्यौता देने के प्रमुख कारण हैं, इसलिए लोगों में धूम्रपान के खिलाफ जागरूकता पैदा किए जाने की जरूरत है। चिकित्सकों का कहना है कि पैनक्रियाज कैंसर में पैनक्रियाज के मुहाने पर ट्यूमर होता है जिसे पैनक्रिटिक डक्ट में अवरोध पैदा होता है और पीलिया हो जाता है। ट्यूमर का आकार बढ़ने पर यह समीप की तंत्रिकाओं और अंतड़ियों पर दबाव डालता है। तंत्रिकाओं पर दबाव के कारण पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है और अंतड़ियों पर दबाव से भूख न लगने की शिकायत पैदा होती है। इससे न केवल वजन कम होता है बल्कि उल्टी और दस्त जैसी शिकायतें भी सामने आती हैं। चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसार पैनक्रियाज कैंसर के मरीजों के जिंदा रहने की संभावना नहीं के बराबर होती है। बीमारी का पता लगने के बाद मरीज छह महीने से लेकर पांच साल तक ही जीवित रह पाता है। अमेरिका में कैंसर से होने वाली मौतों में पैनक्रियाज कैंसर का चौथा नंबर है। पश्चिमी देशों में पैनक्रियाज कैंसर के मामलों में वृद्धि देखी जा रही है लेकिन भारत में भी अब यह बीमारी पैर पसारने लगी है और मिजोरम में इसके सर्वाधिक मामले सामने आ रहे हैं। सर गंगाराम अस्पताल के मेडिकल आंकोलॉजी विभाग के अध्यक्ष डॉ. श्याम अग्रवाल कहते हैं कि पैनक्रियाज कैंसर काफी आक्रामक होता है और तेजी से बढ़ता है। इसका पता चलने के पांच साल के भीतर ही मरीज की मौत हो जाती है। वैश्विक आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2002 में सामने आए पैनक्रियाज कैंसर के 2, 32,000 मरीजों में से वर्ष 2010 तक 2, 27,000 की मौत हो गई।

सन्मार्ग
खबरें अनेक सच्चाई एक
sanmarg.in

Date: 31.07.2025

फेफड़ों का कैंसर

कारण, लक्षण और बचाव: सन्मार्ग, 31st July 2025

फेफड़ों का कैंसर

कारण, लक्षण और बचाव

•फेफड़े का कैंसर क्या है?

फेफड़ों का कैंसर तब होता है जब फेफड़ों में असामान्य कोशिकाएँ अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती हैं। कैंसर पहले फेफड़ों में बढ़ना शुरू कर सकता है (प्राथमिक कैंसर) या शरीर में कहीं और मौजूद कैंसर से फेफड़ों में फैल सकता है (द्वितीयक कैंसर/मेटास्टेटिक कैंसर)। यदि फेफड़ों के कैंसर का निदान अक्सर देर से होता है, यानी यह फेफड़ों से बाहर फैल चुका होता है, तो शुरुआती दौर में इसके कोई खास लक्षण दिखाई नहीं देते। फेफड़ों का कैंसर वृद्ध लोगों में ज़्यादा आम है, और धूम्रपान करने वालों में यह ज़्यादा आम है, हालाँकि धूम्रपान न करने वालों को भी यह हो सकता है।

• ल क्ष ण

फेफड़ों के कैंसर के सामान्य लक्षणों में शामिल हैं:

- लगातार, नई खांसी (3 सप्ताह से अधिक समय तक चलने वाली)।
- मौजूदा खांसी में बदलाव।
- सांस फूलना।
- छाती या कंधे में दर्द।
- छाती का संक्रमण जो (3 सप्ताह के बाद) ठीक नहीं होता या बार-बार वापस आ जाता है।
- खांसना या खून थूकना।

अन्य लक्षण :

- थकान।
- अनजाने में वजन कम होना।
- पेट में दर्द।
- जोड़ों का दर्द।
- निगलने में कठिनाई।
- कर्कश आवाज या घरघराहट।

इन लक्षणों का होना जरूरी नहीं कि आपको फेफड़ों का कैंसर ही हो। इनमें से कई लक्षण अन्य चिकित्सीय समस्याओं या धूम्रपान के कारण भी हो सकते हैं। अगर आपको इनमें से एक या ज़्यादा लक्षण कुछ हफ़्तों से ज़्यादा समय तक दिखाई दें, तो आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए।

•फेफड़ों के कैंसर का कारण

कैंसर आमतौर पर आपके शरीर की कोशिकाओं में होने वाले आनुवंशिक परिवर्तनों (उत्परिवर्तनों) के कारण होता है जो आपके जीवनकाल में होते हैं।

ऐसे कई कारक हैं जो कैंसर होने के जोखिम को बढ़ाते हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- **अधिक आयु** - फेफड़ों के कैंसर का निदान आमतौर पर 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों में किया जाता है।
- **धूम्रपान** - ऑस्ट्रेलिया में धूम्रपान के कारण फेफड़ों के कैंसर के मामले बहुत ज़्यादा हैं। आपके जीवनकाल में धूम्रपान के वर्षों और आपके द्वारा पी गई सिगरेटों की संख्या के आधार पर यह जोखिम बढ़ता जाता है।
- **निष्क्रिय धूम्रपान** - अप्रत्यक्ष धूम्रपान के संपर्क में आने से भी फेफड़ों के कैंसर के विकास का खतरा बढ़ जाता है।
- **पा रि वा रि क इतिहास** - यदि आपके परिवार में फेफड़ों के कैंसर का इतिहास है, तो आपको स्वयं फेफड़ों के कैंसर होने का अधिक खतरा हो सकता है।
- **कुछ तत्वों और वायु प्रदूषण के संपर्क में आने से** - एस्बेस्टस , रेडॉन और कुछ भारी धातुओं जैसे पदार्थों के संपर्क में आने से फेफड़ों के कैंसर के विकास का खतरा बढ़ सकता है।
- **फेफड़ों के रोग** - यदि आपको पहले से ही फेफड़ों की कोई बीमारी है जैसे फुफ्फुसीय फाइब्रोसिस , फुफ्फुसीय तपेदिक या क्रोनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज (सीओपीडी) , तो आपको फेफड़ों के कैंसर होने की अधिक संभावना हो सकती है।

1 अगस्त
विश्व फेफड़ा कैंसर दिवस

•डॉक्टर से कब मिलना चाहिए?

अगर आपको कोई नया लक्षण दिखाई दे जो आपको चिंतित कर रहा हो, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए।

•रोकथाम

हालांकि फेफड़ों के कैंसर को रोकने का कोई सिद्ध तरीका नहीं है, लेकिन आप धूम्रपान न करके या तंबाकू धूम्रपान छोड़कर , अप्रत्यक्ष धूम्रपान से बचकर और कार्यस्थल पर कैंसर पैदा करने वाले कारकों (कार्सिनोजेन्स) से बचकर अपने जोखिम को काफी हद तक कम कर सकते हैं।

July
2025

Newspaper Clips

Chittaranjan National Cancer Institute

Central Library